জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আদালতে আতঙ্ক

পুণের আদালত-চত্বরে অভিযুক্তের হাত কেটে নিল দুষ্কৃতীরা! পালাল গুলি করে। বুধবার পুণের শিবাজিনগর আদালতের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে



নামবে পারদ

মেঘ কেটে যেতেই লাফিয়ে নামছে পারদ। বুধবার মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে সাড়ে ৩ ডিগ্রি নেমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। পূর্বাভাস, সপ্তাহ শেষে ১৫ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে শহরের তাপমাত্রা।

ধাক্কা! পুরভোট মামলা নিয়ে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট



মল্লিকবাজারে কাপড়ের গুদামে আগুন, ক্ষতি বহু

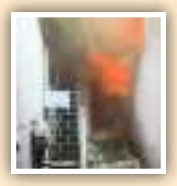

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৭২ • ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ • ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 172 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 26 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

কোথায় টাস্ক ফোর্স? বাজার জুড়ে আগুন

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর পরও বিপর্যয় কাটেনি বাংলার গ্রাম থেকে শহরের। একদিকে অসময়ের বৃষ্টি ও জমা জলে মাঠের পর মাঠ ফসল পচে নষ্ট হওয়ায় কৃষকের চোখে জল, অন্যদিকে খুচরো বাজারে সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অগ্নিমূল্যে হাত পুড়ছে সাধারণ ক্রেতাদের। আর এই দুইয়ের মাঝখানে ফুলেফেঁপে উঠছে ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের বক্তব্য— বিজেপি শাসনকালে তৃণমূল সরকারের তৈরি 'টাস্ক ফোর্স' এবং বাজারে ঘুরে নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ফলেই আজ বাজারের এই লাগামছাড়া অবস্থা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার পর শেষ মুহূর্তে নবান্নে ব্যবসায়ী সংগঠন ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠক করলেও তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ।



বর্তমান সরকারের আমলে নজরদারির জন্য থাকা টাস্ক ফোর্স তুলে দেওয়ায় বাজার কার্যত ফড়েদের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখন খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় শেষ মুহূর্তে প্রশাসনকে মাঠে নামিয়ে কি আদৌ রাশ টানা যাবে— তা নিয়ে তীব্র সংশয় দেখা দিয়েছে।

বাজারের আগুন নেভানোয় ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, শীতের মুখে 'আকভান'-এর জেরে রাজ্যের দক্ষিণ অংশের ৮টি জেলায় অন্তত ৭০০ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৫.৭৩ লক্ষ কৃষক। অথচ গত রবিবার, ২২ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী (এরপর ৬ পাতায়)



বালিশরা বিজেপির পোষ্য হাঁড়ি ফাটালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখোশ খুলে গেল গদ্দারদের! এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল যা বলছিল, এবার সেই কথাটাই শোনা গেল বিজেপির মুখে। বুধবার চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে দিলেন খোদ বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদত মুখোপাধ্যায়। তিনি আজ প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, চাটন শিবিরের মাথায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে। এই কথা বলে তিনি একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পরই বিজেপির অন্দরেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আর তৃণমূল বলছে, এতদিন আমরা বলছিলাম, ওরা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি বিজেপির বি টিম। এতদিন পর খোদ বিজেপিও একই কথা বলছে। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, আজ শারদত মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন, তাতে তো চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। এতদিন শুধু আমরা বলছিলাম, মানুষ বিশ্বাস করেছে। এরা হচ্ছে বিজেপির বি টিম, বিজেপির দালাল, এই বেইমানগুলোকে বিজেপি মদত দিচ্ছে। আজ শারদতবাবু তো খোলাখুলি বলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে ওদের মাথার ওপর। এতদিন তো আমরাই সেটা বলছিলাম। আজ চাটনদের গায়ে অফিসিয়ালি বিজেপি এই ছাপ্পাটা লাগিয়ে দিয়েছে। ওদের যেটুকু আছে সবটাই বিজেপির দয়ায়। বিজেপি তাদের কোনও রাজনৈতিক অঙ্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের ক্ষতি করতে এই চাটন, গদ্দারদের নিয়ে একটা দোকান খুলে রেখেছে। কিন্তু আজ বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী একদম খোলাখুলি সেটা বলে দিয়েছেন। এটা বলে তিনি ওদের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতার একেবারে গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন। আমরা আগেই বলেছিলাম, বিধায়কদের পুলিশকে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে ওদিকে থাকতে বলা হচ্ছে। এভাবে শারদতবাবু আমাদের বলা কথাতে মান্যতা দিয়েছেন এবং জামা, কাপড় খুলে ওদের কঙ্কালটাকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছেন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



তুমি

আকাশ তুমি বৃষ্টি দিলে
হৃদয় দিল হাওয়া,
অরণ্য তুমি সবুজ দিলে,
মাটিতে পেলাম ছায়া।
আঁধার তুমি নিদ্রা দিলে
আলো দিলে স্বপ্ন ছোঁয়া
পৃথিবী তুমি বাঁচতে দিলে
এ জীবন দেওয়া নেওয়া।
শৈশব তুমি সকাল দিলে
যৌবন আনল তারুণ্য,
মধ্যাহ্ন তুমি সফলতা দিলে
জীবন হলো ধন্য।
শিক্ষা তুমি জ্ঞান দিলে
সংস্কৃতি দিল সভ্যতা
ভাষা তুমি অধিকার দিলে
সবার মাঝেই বারতা।

২০২৫-এর ১৩ অগাস্টের সিদ্ধান্ত নতুন করে ফের নিতে হল কেন?



প্রতিবেদন : বাংলার সিনেমা হলগুলিতে হিন্দি ও দক্ষিণী ছবির দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়া বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে প্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৫ সালের অগাস্ট মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কঠোর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি দেখানো বাধ্যতামূলক করেছিল। সেসময় বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের স্বার্থে নেওয়া সেই সিদ্ধান্তকে 'তুঘলকি ফরমান' বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি। আর এখন ক্ষমতায় এসেই ভোলবদল? বেগতিক দেখে ইউ-টার্ন? আসলে রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের সেই জনমুখী নির্দেশিকাটিকে

বাংলা ছবির প্রদর্শন

কার্যত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সরকারি নজরদারির অভাবে মাল্টিপ্লেক্স ও হল মালিকেরা ফের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বাংলা ছবিকে প্রাইম টাইম থেকে সরিয়ে দিতে শুরু করেন। ফলে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েন (এরপর ৬ পাতায়)

বাসে চড়লেই গুনতে হবে এবার ২০ টাকা!

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। হয়রানির অন্ত নেই। হকার উচ্ছেদের নামে বুলডোজার চালানো থেকে আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এবার আবার বাড়তে চলেছে বাসভাড়া। একলাফে ৮-১০ টাকা বাড়তে পারে বাসভাড়া। এই বাসভাড়া বাড়ানোর ক্ষেত্রে যাত্রীদের কথা না ভেবে বাস মালিক, অপারেটরদের কথাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। যেন সাধারণ মানুষের পকেট থেকে যেনতেনপ্রকারেণ টাকা বের করাটাই সরকারের কাজ! কলকাতা-সহ রাজ্যের সর্বত্র বেসরকারি বাসমালিকেরা ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। মঙ্গলবার পরিবহণমন্ত্রী ইঙ্গিত (এরপর ৬ পাতায়)



অভিষেক এবং নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ



১১ অগাস্ট, ২০২১। খোয়াই থানার দৃশ্য।

প্রতিবেদন : ত্রিপুরার খোয়াই থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, দোলা সেন-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পুলিশের এফআইআর বুধবার খারিজ করে দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। ত্রিপুরায় ভোটের আগে প্রতিহিংসা মেটাতে একের পর এক এফআইআর করেছিল বিজেপি সরকার। এই মামলাগুলি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এফআইআর খারিজ হওয়ার অর্থ কারও বিরুদ্ধেই আর মামলাটি প্রযোজ্য থাকবে না।

নানা রকম

জাগোবাংলা
26 November, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৮৯০-১৯৭৭) এদিন হাওড়ার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক। পৈতৃক ভিটা ৬৪ সুকিয়া স্ট্রিট। বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মা কাত্যায়নী দেবী। বাড়িতে অনেক মানুষ। ঠাকুরদা-বাবা 'কেরানিগিরি' করেন। তাই নিত্য টানাটানির সংসার। ছোটবেলায় পোলিও হল সুনীতিবাবুর। চোখ দুটোয় পাওয়ার মাইনাস ১২, ৯। এ-রকম পরিবার থেকেই ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, মতিলাল শীলের অবৈতনিক স্কুল, স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সব স্তরে সাফল্য অর্জন তাঁর। প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজি পড়ার সময়েই তিনি চার কিংবদন্তি মাস্টারমশাই— প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও এইচ এম পার্সিভালের সংস্পর্শে এলেন। শুরু হল গ্রিক, ল্যাটিন-সহ নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষার চর্চা। সুনীতি-মেধা আগ্রহ বোধ করল ভাষাতত্ত্ব, বিশেষত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতেও। কৃতিত্ব দেখালেন বেদপাঠেও। 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (সংক্ষেপে যা ওডিবিএল নামে পরিচিত) নামে মহাগ্রন্থ একলহমায় তাঁকে দিয়েছিল দেশ-বিদেশের খ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটির উৎসর্গপত্রে সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। শিলং পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত রে 'সাধারণের দস্তুর' গল্পের বইয়ের বদলে 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'র পাতা ওল্টান। সেই বইটিও তো সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।



১৯২১
ভার্গিস কুরিয়েন

(১৯২১-২০১২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মোষের দুধ থেকে গুঁড়ো দুধ তৈরির গবেষণা শুরু করেন। তার ফল ভারতের প্রথম মিল্ক পাউডার প্ল্যান্ট। তাঁর অনুরোধে ১৯৫৫-র ৩১ অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যা উদ্বোধন করেন। তাঁর হোয়াইট রেভোলিউশন জন্ম দিয়েছিল মাদার ডেয়ারির। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে গুজরাত কো-অপরেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড ও ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভলপমেন্ট বোর্ড। রোমে তাঁর বক্তৃতা শুনে ইউরোপের বহু দেশ এগিয়ে এসে অপারেশন ফ্লাড ক্যাম্পেনে দুধ দান করেন। সেই দুধ অভিজাত শহরে বেচে সেই টাকায় সারা দেশে মিল্ক কর্পোরেশন গড়ে তোলেন কুরিয়েন। অপারেশন ফ্লাড-এর সৌজন্য সারা দেশের ৭২ হাজার গ্রামে দুধ উৎপাদন শুরু হয়। বিশ্বের বাজারে ভারতের দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রথম সারিতে চলে আসে। ১৯৬৫-তে পদ্মশ্রী ও ১৯৬৬-তে পদ্মভূষণ সম্মান পান কুরিয়েন। ভারতের দুধ বিপ্লব, ডেয়ারি ফার্মারদের উত্থান নিয়ে 'আই টু হ্যাড আ ড্রিম' নামে একটি বই লেখেন তিনি। ভারতের ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিতে অবদানের জন্য তাঁর জন্মদিন ২৬ নভেম্বর জাতীয় দুগ্ধদিবস হিসেবে পালিত হয়।



১৯৪৯
ভারতের সংবিধান দিবস।

এদিন সদ্য স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের ২৮৪ জন সদস্য স্বাক্ষর করে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকর হয়। ২০১৫ থেকে এই বিশেষ দিনটিকে জাতীয় সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে দিনটি জাতীয় আইন দিবস হিসেবে পালিত হত।



২০০৮
সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে রক্তাক্ত হয়েছিল ভারত।

চারদিন ধরে মুম্বই শহর জুড়ে দশ জঙ্গির সেই হামলা বদলে দিয়েছিল নিরাপত্তার সামগ্রিক ধারণাই। সন্ত্রাসের বলি হয়েছিলেন মোট ১৬৪ জন নিরপরাধ মানুষ। আহত হয়েছিলেন ৩০৮ জন। পাকিস্তান থেকে আরব সাগর পেরিয়ে মুম্বইয়ে হাজির হয়েছিল দশ জঙ্গি। কেউ কিছু বোঝার আগেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল মুম্বইয়ের লিওপোল্ড কাফে, নরিম্যান হাইটস, তাজ হোটেল, ছত্রপতি শিবাজি বাস টার্মিনাস, ট্রাইডেন্ট হোটেল, কামা হাসপাতাল-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। তার পরই শুরু হয়েছিল নির্বিচারে গুলিবর্ষণ।



২৫ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৪৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯২.৬৮	৯৪.০৪
ইউরো	১০১.৪৬	১০৩.২২
পাউন্ড	১২১.০০	১২৩.০০

নজরকাড়া ইনস্টা



পায়েল বিশ্বাস



শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক

কর্মসূচি



৬৪ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন মমতাজ ভিলায়। উপস্থিত ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।



তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বুবাই পোদ্দারের অকালপ্রয়াত পুত্র অঙ্কুশের জন্মদিনে আয়োজিত রক্তদান শিবির ১০৫ নং ওয়ার্ড হালতুতে। সেখানে রক্তদাতাদের মধ্যে ছিলেন বেলঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৯২

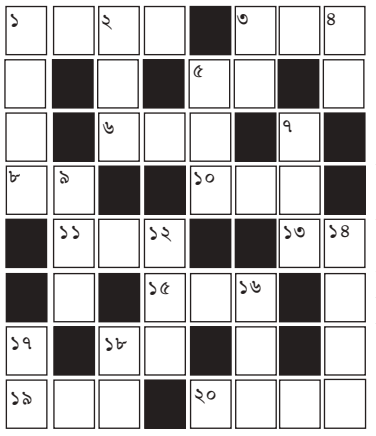

পাশাপাশি : ১. ভগবান ৩. আসলে, মূলে ৫. আঘাত ৬. কুস্তি, মল্লযুদ্ধ ৮. জামাকাপড়ে খুব ছোট ফোঁটা ফোঁটা ছাপ পড়ার কালো দাগ ১০. বাঁকা, কুটিল ১১. প্রাণে দাও মোর — ১৩. কাপড়ের ছেঁড়া জায়গা ছুঁচ-সুতো দিয়ে মেরামত ১৫. মন্ত্রী ১৮. চাকাওয়ালা বাহন, শকট ১৯. রোম সাম্রাজ্যের প্রচীন ভাষাবিশেষ ২০. স্বেচ্ছাসেবক।

উপর-নিচ : ১. পুরোনো নাম ২. ক্যাশ ৩. ভাব নয় ৪. বোমা ৫. দরিদ্রা বা দুঃখিনী নারী ৭. উপসেবা ৯. স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির শিক্ষাবর্ষ ১২. তিনটি ঝিঁকবিশিষ্ট উনান ১৪. প্রফুল্লবদন, হাস্যমুখ ১৬. শব্দকরণ ১৭. কেউ খায় কেউ দেখায় ১৮. চানঘরে —।

শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৯১ : পাশাপাশি : ২. পুশিদা ৪. অমত ৬. রুচি ৭. বয়সকাল ৮. নকল ১০. আয়স ১২. মুনশিয়ানা ১৩. রিং ১৪. জগৎ ১৬. ইতর।

উপর-নিচ : ১. থাম ২. পুষ্পসময় ৩. দামড়া ৪. অচিন ৫. তবল ৯. কর্মশিবির ১০. আনাজ ১১. সরিৎ ১২. মুদ্দই ১৫. গণ্য।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমার শহর
26 November, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

চোদ্দো বছরের কিশোরীকে খুনের অভিযোগে তিন অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালত

ব্যাঙ্ক ঋণে গ্যারান্টার হতে নারাজ নবান্ন

সরকারি কর্মীদের থেকেও এবার মুখ ফিরিয়ে নিল শুভেন্দু সরকার

প্রতিবেদন : একদিকে বেকার যুবক-যুবতীদের ভাতা দেওয়ার ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে, আর অন্যদিকে নিজেদেরই সরকারি কর্মচারীদের বিপদের দিনে হাত ছেড়ে দিল রাজ্য সরকার! জরুরি প্রয়োজনে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে নতুন প্রকল্প আনতে চলেছে নবান্ন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই ঋণের ক্ষেত্রে সরকার কোনোভাবেই গ্যারান্টার থাকবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে অর্থদপ্তর। অর্থাৎ, সরকারি কর্মীদের ঋণের কোনও আর্থিক দায় বা দায়িত্ব নেবে না শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সরকারের এই 'জিরো কস্ট অ্যান্ড জিরো লায়বিলিটি' বা দায় ঝেড়ে ফেলার নীতি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে কর্মচারী মহলে।

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করতে সম্প্রতি অর্থদপ্তর 'এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট' বা আগ্রহপত্র আহ্বান করেছিল। সেই সূত্রেই নবান্নে আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অর্থদপ্তরের আধিকারিকেরা। বৈঠকে ব্যাংকগুলির তরফে স্পষ্ট জানতে চাওয়া হয়, এই ঋণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গ্যারান্টার থাকবে কি না? জবাবে অর্থদপ্তর সাফ জানিয়ে দেয়, এই প্রকল্পের



কোনও আর্থিক দায় বা দায়িত্ব সরকার নেবে না। সরকারের ভূমিকা থাকবে স্রেফ একজন এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারীর মতো— কর্মীর বেতন থেকে ইএমআই-এর টাকা কেটে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সংস্থাকে পৌঁছে দেওয়া।

বৈঠকে ঋণদাতা সংস্থাগুলি প্রশ্ন তোলে, ঋণ নেওয়ার পর কোনও কর্মী সাসপেন্ড হলে বা কোনও কারণে তাঁর চাকরি চলে গেলে বকেয়া টাকা কীভাবে আদায় হবে? উত্তরে অর্থদপ্তর জানিয়ে দেয়, কোনও কর্মী সাসপেন্ড হলে বা চাকরিতে ছেদ পড়লে সংশ্লিষ্ট ডিডিও (ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার) কেবল ব্যাংককে বিষয়টি জানিয়ে দেবেন। কিন্তু বকেয়া টাকা আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাবে সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংস্থার উপরেই।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকার গ্যারান্টার না থাকলে এবং টাকা আদায়ের দায় না নিলে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা প্রথম সারির বাণিজ্যিক ব্যাংকই সরকারি কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ দিতে রাজি হবে না। ফলে কর্মীরা বাধ্য হবেন চড়া সুদের বেসরকারি আর্থিক সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হতে।

প্রকল্পের শর্তাবলি নিয়েও তৈরি হয়েছে চরম ধোঁয়াশা। অর্থদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্বল্প মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে কোনো সুদ নেওয়া যাবে না, কেবল ১ শতাংশ প্রসেসিং ফি নেওয়া হবে এবং পরের মাসেই সেই টাকা শোধ করতে হবে। ব্যাংক প্রতিনিধিদের সাফ কথা, রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন এবং ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী বিনা সুদে এভাবে বাণিজ্যিক ঋণ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবসম্মত সেই আপত্তিতেও কোনো কর্ণপাত করেনি নবান্ন।

সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির অভিযোগ, যে সরকারি কর্মীদের ওপর ভর করে প্রশাসন চলে, আজ তাঁদেরই বিপদের দিনে গ্যারান্টার হতে ভয় পাচ্ছে সরকার। মুখে কর্মদরদি সাজার চেষ্টা করলেও, আদতে সরকারি কোষাগারের দোহাই দিয়ে কর্মীদের সঙ্গে চরম দ্বিচারিতা ও প্রতারণা করছে বর্তমান সরকার।

শুক্রবার প্রতীক সংক্রান্ত শুনানি নির্বাচন কমিশনে

প্রতিবেদন : দলীয় প্রতীক সংক্রান্ত মামলায় আগামী ২৭ নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের এবং গদ্দারদের দিল্লিতে ডেকে পাঠালো নির্বাচন কমিশন। ওই দিন বিকেল ৪টেয় তাদের শুনানি হবে বলে খবর। গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল তিন মাসের মধ্যে তৃণমূলের প্রতীক সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতে হবে কমিশনকে। চার সপ্তাহের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের দুই শিবিরের সদস্যদের হলফনামা ও অতিরিক্ত নথি নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তার আগে সাংগঠনিক স্তরে কার কত সমর্থন আছে, তা হলফনামা আকারে জমা দিতে বলা হয়েছিল কমিশনকে।



গত ৩০ অক্টোবর প্রয়োজনীয় হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য গদ্দারদের আরও ১০ দিন সময় দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদেরও হলফনামা দেওয়ার জন্য ১০ দিন দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে সে দিন কমিশনের শুনানিও স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে দুই পক্ষ হলফনামায় তথ্য জমা দিয়ে দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে গদ্দারদের হয়ে হলফনামায় সই করিয়েছে পুলিশ। যা নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা প্রথম থেকেই সরব হয়েছিলেন। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, আমরা তো যাব। আমরা তো চাইছিই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুনানি হোক।

নজরে পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন

গদ্দারদের দিয়েই ভোট কাটার খেলা বিজেপির

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের করা একটি বক্তৃতার অংশ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতেই তিনি বালিশ শিবিরের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশীর্বাদের কথা বলেছেন। শারদ্বত বলেন, গদ্দার বালিশ শিবিরের মাথার উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে বলেই তারা চলছে। যেদিন হাত সরিয়ে নেবে সেদিন শেষ হয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, এই মুহূর্তে বিজেপির আসল লড়াই মুষ্টিমেয় বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই।

প্রথমত, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তাতে চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গেছে। এতোদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা বলে আসছিলেন এবং মানুষও বিশ্বাস করছে এরা বিজেপির বি টিম, বিজেপি এদের মদত দিচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিস্কার ভাবে সেটাই বলে দিলেন। কার্যত বিষয়টি অফিশিয়ালি বলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী- তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষতি করার জন্য গদ্দারদের দিয়ে একটা দোকান খুলিয়ে রেখেছে বিজেপি। বিধায়কদের পুলিশ দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বিজেপি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তাঁর সৈনিকদের ভয় পাচ্ছে সেটা পরিস্কার। সেই কারণে গদ্দারদের দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আবার এনসিপি নামক আনকোরা একটি রাজনৈতিক দলকে অক্সিজেন দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর চেষ্টা চলছে। তাদের দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা চলছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, গ্রামের মানুষ রাজ্যের বিজেপি সরাকরের উপর ক্ষুব্ধ। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার প্রভাব ইভিএমে পড়বে ধরে নিয়ে এখন এনসিপিআইকে দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক ভাঙানোর খেলা শুরু করেছে।

শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজেপির প্রতিপক্ষ হিসেবে সিপিএমের যে কথা বলছেন, তাও এক ধরনের রাজনৈতিক কেমোফ্লেজ বা কৌশল। সিপিএমের বুকস্টলের উপর হামলা বা তাদের বই নিয়ে মিছিল করতে দেওয়া এবং তারপরে তার উপর হামলা চালানো আসলে বিরোধী পরিসরে বামেদের ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা। কারণ, বিজেপি জানে ভোট লুঠ না করলে বা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ষড়যন্ত্র না করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ক ভোটে পরাস্ত করা যেত না। ফলে মানুষের এখনও আস্থা নেত্রীর প্রতি রয়েছে। যতো দিন যাচ্ছে ততো মানুষ বলতে শুরু করেছে- দিদিই ভাল ছিলেন। ফলে বিজেপি এখন বামেদের ঠেলে ধরতে চাইছে নিজেদের তাগিদেই।

মল্লিকবাজারে কাপড়ের গুদামে আগুন

প্রতিবেদন : কলকাতায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এবার মল্লিকবাজারে। বুধবার মল্লিকবাজার এলাকার একটি কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। জানা গিয়েছে— ৩৫, এজেসি বোস রোডে একটি বাড়িতে গুদামটি ছিল। বুধবার বেলার দিকে সেখানে আগুন লাগে। গুদাম কাপড়বোঝাই থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের নজরে আসতে তাঁরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, দমকল আসতে বেশ কিছুটা সময় নেয়। তাতে আগুন আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, দেরিতে আসায় ও আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায়, তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। জানা যায়, কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার জেরে ওই এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। অফিসযাত্রীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় কর্মস্থলে যেতে। যানজট কাটাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। কী কারণে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। হতাহতের খবর নেই। জানা গিয়েছে, একটি বহুতলের একতলায় ছিল গুদামটি। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির অন্যান্য তলাগুলিতেও। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বহুতলের বাসিন্দারা। শুরু করে দেন ছোটাছুটি।



প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে পর পর দুদিন কলকাতার দু-জায়গায় আগুন লেগেছিল। গত বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর পাম অ্যাভিনিউ এলাকার একটি বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৮ নভেম্বর কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের পাশের এক ধাবায় আগুন লেগেছিল। দমকলের দুটি ইঞ্জিন সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। চলতি মাসের শুরুতে মহাকারণের পিছনের একটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তার দিনকয়েক আগে কলকাতার অভিজাত আবাসন সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের ভিতরে তিন নম্বর টাওয়ারে ২৮ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সেপ্টেম্বর মাসেও কলকাতায় কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। গত তিন মাসে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কিত।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি নিয়ে নয়া নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার কথা রয়েছে আইনে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এই সময়সীমা পেরিয়েও যায় তদন্ত চলবে। অর্থাৎ ৯০ দিন পেরোলেও তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে বাধা নেই। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্তের দায়ের করা মামলায় জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার আদালতের পর্যবেক্ষণে বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র বলেন, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্তে ৯০ দিনের সময়সীমা বলা আছে। তা নির্দেশমূলক, বাধ্যতামূলক নয়। তদন্তের প্রয়োজনে রিপোর্ট পেশ করা আটকানো যাবে বলেও জানিয়েছে আদালত। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্ত এক কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে চলা বিভাগীয় তদন্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসল সত্যি

হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই যে বালিশ শিবির আর দিল্লিতে ধোপার বাড়ি যাওয়া সাংসদদের দল, এদের দল ভাঙানোর পিছনে যে বিজেপিই রয়েছে, তা প্রথম দিন থেকে বলে আসছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তখন বিজেপি বলছিল, ওটা দলের নেতৃত্বের ব্যর্থতা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমাণ করে দিলেন, বিজেপির এই বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যাচার। দল ভাঙিয়েছে বিজেপি। কীভাবে? কাউকে উৎকোচ দিয়ে, কাউকে রাজনৈতিক প্রলোভন দেখিয়ে তো কাউকে পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে হাজতবাসের ভয় দেখিয়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। তৃণমূলের এই বক্তব্যকেই সিলমোহর দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলে দিলেন, বালিশ আর ধোপাবাড়ির লোকজনেরা শুভেন্দু অধিকারীর আশীর্বাদধন্য। তিনি হাত সরিয়ে নিলেই এরা শেষ। অর্থাৎ এরা আসলে বিজেপির বি-টিম। নইলে কী করে বলেন, আমরা প্রয়োজনে বিধানসভা ফ্লোরে ২৮০ জনের সমর্থন দেখাতে পারি! সেটা যে বালিশ শিবিরের সংখ্যা ধরেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদিন ঘোমটার তলায় খেলা চলছিল। এখন ঘোমটার আড়াল উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, বিজেপির আসল ভয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে। তাই চাপে পড়ে বালিশ শিবিরে যাওয়া বিধায়কেরা তাদের সঙ্গ ছাড়তে চাইলেই পুরনো মামলা দিয়ে তাদের জেলে ঢোকানোর নোংরা খেলা চলছে। তৃণমূলকে ভয় বলেই তো এসব বেআইনি পথ নিতে হচ্ছে! এবং তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে বামেদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। বামেদের নম্বর দেওয়ার পিছনেও রাজনীতি। লক্ষ্য যাতে বিরোধীরা এক হতে না পারে এবং বিরোধী শিবিরের ভোট যাতে ভাগাভাগি হয়ে যায়। অলিখিত বোঝাপড়াও যাতে না হয়। তাতে ফয়দা হবে শাসক দলেরই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজেপির আসল কথা আর 'হিডেন অ্যাজেন্ডা' বলে ফেলেছেন। বিজেপির নিজেদের কাজের উপর বিশ্বাস নেই। ডাবল ইঞ্জিনের ক্ষমতাকে বেআব্রুভাবে কাজে লাগাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, এভাবে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের পরিণাম কী হতে পারে!

e-mail থেকে চিঠি

অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে

শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এবং জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যকে কার্যত মগের মুলুকে পরিণত করেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ এবং বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশ্ন থেকে। একটি মামলা এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অন্যটি কলকাতা কর্পোরেশনের আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের জমিদার সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে। মোদিভক্ত জ্ঞানেশ কুমার তো নির্বাচন কমিশনকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছেন! কলকাতা কর্পোরেশনে মমতা পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় থাকলেও রাতারাতি ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বেইমান ববি হাকিম। সেই সুবাদে শুভেন্দুরা মনের মতো একজন সরকারি আমলা প্রশাসক বসিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো কর্পোরেশন পরিচালনা করছেন। এদিকে বছরের শেষেই কর্পোরেশন নির্বাচন করার কথা। শুভেন্দুরা হিসাব কষে দেখেছে নির্বাচন হলে জিতে এসে বোর্ড গঠন নিশ্চিত না-ও হতে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে কৌশলে ভোটে জেতার ছক কষে চলেছে শুভেন্দু শিবির। বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ডকে ভেঙে ২০৯টি ওয়ার্ড করে এবং নতুন ওয়ার্ডগুলির বিন্যাস বা এলাকা এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যাতে চোখ বুঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জেতা যায়। সাধারণভাবে এ-ধরনের আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ করতে হয় সময় নিয়ে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা করে, সব পক্ষের এবং সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে। কিন্তু শুভেন্দুদের হাতে সময় নেই। তাই যেভাবেই হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ওয়ার্ডগুলিকে ভাঙচুর করে নতুন ওয়ার্ডের এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে কার্যত বিজেপি অফিসে বসে। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যখন নির্বাচিত বোর্ড থাকে না তখন সরকার নিযুক্ত প্রশাসক দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার অধিকার পান। নীতি নির্ধারণের অধিকার তাঁর থাকে না। আসন পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রশাসকের এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে না। অথচ সরকারের নির্দেশে তিনি নিজেকে মেয়র বিবেচনা করে সুপারিশ করে দিলেন।

— তপনকুমার নাগ, বউবাজার, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

TIME 100 Next India'র তালিকায়

বাংলার মুখ উজ্জ্বল হল

যে-সমস্ত ছাত্রী ও তরুণী আগামী দিনে বিজ্ঞানী হওয়ার কিংবা গণিত নিয়ে মৌলিক গবেষণা করার স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের কাছে কলকাতার অধ্যাপক নীনা গুপ্ত আজ এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। তাঁর এই অসামান্য সাফল্য আরও একবার প্রমাণ করল— মেধা ও প্রতিভার কোনও লিঙ্গ বা ভৌগোলিক সীমানা হয় না। লিখছেন **চন্দ্রিমা পাঠক**

সত্তর বছর ধরে গণিতের একটি জটিল ধাঁধা ঘিরে চলছিল গবেষণা। বিশ্বের তাবড় তাবড় গণিতবিদের কাছে যা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে আন্তর্জাতিক গণিতের দুনিয়ায় নজর কেড়েছিলেন বাঙালি কন্যা নীনা গুপ্ত।

১৯৪৯ সালে মার্কিন গণিতবিদ অস্কার জারিস্কি একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। নাম 'জারিস্কি ক্যানসেলেশন প্রবলেম'। সহজ করে বললে, কোনও দুটি গাণিতিক কাঠামোর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করার পর যদি তারা একই রকম দেখতে হয়, তা হলে কি ধরে নেওয়া যায় যে শুরু থেকেই তারা এক ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই কয়েক দশক ধরে চলেছে গবেষণা। ২০১৪ সালে নীনা গুপ্ত দেখিয়ে দেন, এই ধারণা সব ক্ষেত্রে সত্যি নয়। অর্থাৎ, অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করার পর দুটি কাঠামো একই রকম হয়ে গেলেও, শুরুতে তারা যে অভিন্ন ছিল, এমনটা নাও হতে পারে।

এই অসাধ্যসাধনের জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন জাপানি গণিতবিদ তাকানোরি আসানুমার তৈরি একটি ত্রিমাত্রিক গাণিতিক কাঠামো। তাঁর গবেষণা বীজগণিতীয় জ্যামিতির (Algebraic Geometry) জগতে নতুন করে আলোড়ন ফেলে। আন্তর্জাতিক গণিত মহলে পরিচিতি বাড়ে নীনার। এত বছরের পুরনো একটি সমস্যার সমাধানে তাঁর এই অবদান আধুনিক গণিতচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।

২০০৯ সালের কথা, কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের তৎকালীন পিএইচডি ছাত্রী নিনা গুপ্তা এমন একজন অধ্যাপকের কাছে যান, যাঁর একটি গবেষণাপত্রে তিনি জারিস্কি ক্যান্সেলেশন প্রবলেমটির সম্মুখীন হয়েছিলেন। সমস্যাটি সমাধানের কিছু উপায় গুপ্তার মাথায় ছিল, কিন্তু অধ্যাপক তাঁকে বিষয়টি ছেড়ে দিতে এবং সময় নষ্ট না করতে পরামর্শ দেন। গুপ্তা সক্রিয়ভাবে এর পেছনে লেগে থাকা বন্ধ করে দিলেও, সমস্যাটি তাঁর মনের গভীরে সবসময় তাড়া করে ফিরত।

গুপ্তার সেই 'ইউরেকা' মুহূর্তটি আসে ২০১২ সালে, যখন তিনি একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে পান। এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য তিনি ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির 'তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য পদক' লাভ করেন। সমস্যাটি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন রাশিয়া-বংশোদ্ভূত আমেরিকান গণিতবিদ অস্কার জারিস্কি— যাঁকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বীজগণিতীয় জ্যামিতিবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৮৪ সালে কলকাতায় জন্ম নীনা গুপ্তের। ছোটবেলা থেকেই গণিতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। যদিও প্রথম দিকে গণিতকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবেননি তিনি। এক সিনিয়রের পরামর্শে বেথুন কলেজে গণিত নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁর মা জ্ঞানলতা গুপ্তও গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।



বাড়িতে নীনা ও তাঁর ভাইকে বিভিন্ন অঙ্ক সমাধান করতে উৎসাহ দিতেন তিনি। অনেক সময় দু'জনের মধ্যে অঙ্ক নিয়ে প্রতিযোগিতাও চলত।

কলকাতার ডানলপের খালসা মডেল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল থেকে স্কুলশিক্ষা সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে গণিতে অনার্স পাশ করেন নীনা। এরপর কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শুরু করেন। ২০০৮ সালে মাস্টার্স এবং ২০১১ সালে অধ্যাপক অমর্ত্যকুমার দত্তের অধীনে কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রায় পিএইচডি সম্পন্ন করেন তিনি। বর্তমানে ISI কলকাতার অধ্যাপক হিসেবে গবেষণা ও শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

স্মৃতিচারণা করতে বসে নীনা জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর পড়ার সময় তাঁর ক্লাসে তিনিই একমাত্র মহিলা ছিলেন। গণিতের মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বরাবরই নিজের মতামত তুলে ধরেছেন তিনি।

২০১৯ সালে পান শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার। ২০২১ সালে রামানুজন পুরস্কার, ২০২২ সালে নারী শক্তি পুরস্কার এবং ২০২৪ সালে ইনফোসিস পুরস্কারেও সম্মানিত হন। ২০২৫ সালে দেন ৪৪তম এমি নোয়েথার লেকচার।

মজার ব্যাপার হল, অধ্যাপিকা নীনার স্নাতক পর্যায়ে গণিত নিয়ে পড়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তা হলে কী কারণে তিনি গণিতকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "যখন আমি ছাত্রী ছিলাম, তখন এমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না। আমি শুধু আইএসআই থেকে একটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম করতে চেয়েছিলাম। আমি কখনও জানতামই না যে গণিতেও ক্যারিয়ার গড়া যায়! আমরা সবসময় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এমবিবিএস-এর দিকেই যাই। গবেষণার একটি ক্ষেত্রও ছিল, যে সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে জানতে পারি।"

২০২১ সালের জন্য তরুণ গণিতবিদদের রামানুজন পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমি কখনও আশা করিনি যে আমি এই পুরস্কারটি পাব, কিন্তু আমি খুব খুশি কারণ এটি এই বার্তা দেয় যে আমি যা কিছু করে আসছি, মানুষ তা পছন্দ করছে এবং আমার কাজের স্বীকৃতি দিচ্ছে, তাই এটি একটি আনন্দের বিষয় যে আমার কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে।"

গণিতে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভালো করে— এই ধারণায় তিনি বিশ্বাস করেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এবং স্টেম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) বিষয়গুলো কোনও জাতি, ধর্ম বা কোনও বিধিনিষেধ মানে না। মেয়েরাও গণিতে খুব ভালো করতে পারে।"

গণিতশাস্ত্রে গবেষণা করতে আগ্রহীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "এটি একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বিষয়। আপনি যদি এই ক্ষেত্রে গবেষণা করতে চান, তবে এই বিষয়ের প্রতি আপনার প্রচুর অনুরাগ ও ভালোবাসা থাকা উচিত, কারণ ফলাফল না পেলে তা বেশ হতাশাজনক হতে পারে। এই বিষয়টি কেবল তখনই বেছে নিন, যদি আপনি নিবেদিতপ্রাণ হন এবং মনে করেন যে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে এর সাথে থাকতে পারবেন। গবেষণাকে পেশা হিসেবে নেওয়া উচিত নয়। এটি কেবল আপনার অনুরাগের কারণেই করা উচিত।"

জাগোবাংলা
রাজ্য
26 November, 2026 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

রাজারহাটে ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। দেহের কানে ব্লুটুথ হেডফোন লাগানো ছিল। পাশে ছিল মোবাইল। কীভাবে মৃত্যু তদন্তে পুলিশ

কাউন্সিলরকে বিবস্ত্র করে মারধর, প্যারেড

রিপোর্ট চাইল আদালত বেকায়দায় পড়ল থানা

প্রতিবেদন : পুলিশের সামনেই তৃণমূল কাউন্সিলরের ওপর চড়াও দুষ্কৃতীরা, এরপর ঘোরানো হল বিবস্ত্র করে! ন্যক্কারজনক ঘটনাটি বিষ্ণুপুরের। এই মারধরের জেরে গুরুতর চোট পেয়ে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরকে আপাতত আইসিইউ-তে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই এবার রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। আর এতেই চরম বিপাকে পড়েছে থানা। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, আইনরক্ষকদের সামনেই এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল? বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এই গোটা বিষয়টিকে 'গুরুতর অভিযোগ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি-র কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতে জানতে চাওয়া হয়েছে, এই ঘটনায় তদন্ত কতদূর এগিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এই কাণ্ডে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে কি না। আগামী ৬ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।



পুর ভোট মামলায় বিজেপির ধাক্কা হাইকোর্টেই আস্থা সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : পুরভোট মামলায় ধাক্কা খেল বিজেপি। মামলাটি পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানোর প্রস্তাব দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালতের এ-ও প্রস্তাব দিয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চে যত দিন পর্যন্ত না এই মামলা নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে না, তত দিন পুরভোট স্থগিত থাকবে। এদিন কলকাতা পুরসভার ভোট সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। শুনানিতে আদালত জানায়, তারা এই মামলা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেবে। সেখানেই ঠিক হবে মামলা এবং পুরভোটের ভবিষ্যৎ। প্রধান বিচারপতি জানান, আপাতত হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দেওয়া বিতর্কিত নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ থাকবে। এই মামলায় যে-সব আইনি এবং তথ্যগত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, সেইসব বিবেচনা করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নতুন করে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারবে। আগামী সোমবার অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

যেহেতু হাইকোর্টে এই মামলা চলছে, তাই সেখানেই শুনানি হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করেন তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের আইনজীবীরা। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা ফেরাতে হবে বলে রাজ্যকে প্রাথমিক প্রস্তাব দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আপত্তি প্রকাশ করেন সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা। এর সপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নেন তিনি। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই নিয়ে নিজেদের মতামত জানাতে হবে, নির্দেশ দেশের শীর্ষ আদালতের। সম্প্রতি কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড বিন্যাস করা হয়। কলকাতার ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯ হয়েছে। আর হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার বিল পাস হয় রাজ্য বিধানসভায়। এই দুই পুরসভার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে আপত্তি ওঠে। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড বিন্যাস বেআইনি ভাবে হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে গত ১১ সেপ্টেম্বর হাই কোর্টে মামলা করেছিল বিরোধীরা। কলকাতার পুরভোট ঘোষণায় গত ৬ নভেম্বর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, সিঙ্গল বেঞ্চে মামলাটি বিচারাধীন।

SIR : নাম বাদ-যাওয়াদের তথ্য সংগ্রহ করছে হাওড়া সিটি পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : এসআইআরে নাম বাদ-যাওয়া ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহে এবার নামল হাওড়া সিটি পুলিশ! যদিও বিএলওরা বলছেন, এসআইআর (ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন)-এর কাজ এখন বন্ধ। তা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে বাতিল হওয়া ব্যক্তিদের তথ্য কেন পুলিশ সংগ্রহ করছে তা নিয়ে ধন্দে মানুষ। যদিও পুলিশ অফিসারেরা জানাচ্ছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এই কাজ করা হচ্ছে। আবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকেরা বলছেন, তাঁদের কাছে এমন কোনও খবর নেই। তবে এরই মধ্যে বুধবার জগাছা থানার উনসানি এলাকায় কয়েক জন পুলিশকর্মীকে দেখা যায়, এলাকাবাসীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সকলের নয়, যাঁদের নাম এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকায় ছিল না, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছেন। পুলিশ তথ্য চাইছে। তাই অনেকেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের দিচ্ছেন। তবে এই নিয়ে ধন্দে পড়েছেন স্থানীয়রা। ওই এলাকারই এরকম এক ব্যক্তি জানালেন, বিএলও-কে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, এসআইআরের কাজ পুরোপুরি বন্ধ আছে। তা হলে পুলিশ কেন তথ্য নিচ্ছে প্রশ্ন করেছিলাম। 'জানি না' বলে জবাব দিয়েছেন বিএলও। ওই ব্যক্তি এর পর আর তথ্য দেননি। তাঁর কথায়, প্রাপ্তি স্বীকারও তো করা হচ্ছে না। পরে প্রশ্ন করলে কী প্রমাণ দেব? অন্য দিকে, পুলিশের এক সাব-ইনস্পেক্টরের দাবি, প্রত্যেক থানাতেই এমন নির্দেশিকা পৌঁছেছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা কাজ করছেন। কিন্তু পুলিশ কি এমন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে? পুলিশ অফিসারেরা বলছেন, নির্দেশ মেনেই কাজ করা হচ্ছে। যাঁদের নাম এসআইআরে বাতিল হয়েছে, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলার নির্বাচনী দপ্তরের এক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, তাঁর কাছে এমন কোনও খবর নেই। জগাছা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, দিন দুয়েক আগে থানাগুলিতে রাজ্য পুলিশ থেকে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ এসেছে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে নেমেছে তারা। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এসআইআরে যাঁদের নাম বিচারাধীন ছিল, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, তাদের নামও ডাকা হচ্ছে। আবার নথিপত্র চাওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে তাঁরা আতঙ্কিত। গোটা প্রক্রিয়া ঘিরে কেন অস্বচ্ছতা— প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। এক প্রৌঢ়ের প্রশ্ন, আগের বারে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিএলও-রা নাম তুলেছিলেন। কিন্তু এ বার পুলিশকে কেন ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে পারছি না। আরেক জন জানালেন, তিনি ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের ফটোকপি জমা দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ যে তথ্য সংগ্রহ করল, তার প্রমাণ হিসেবে কোনও কাগজ দেয়নি। এই কথা শুনে অনেকে তথ্য জমা না দিয়ে বাড়িও ফিরে যান। তবে পুলিশ কেন এই কাজ করছে সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছুই জানতে পারেননি শহরবাসী।



জগাছার উনসানিতে তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। বুধবার।

২৭ নভেম্বর ফল প্রকাশ

প্রতিবেদন : মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক। বর্তমানে সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। আগামী ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার দুপুর আড়াইটেয় ফল প্রকাশিত হবে। পরীক্ষার্থীরা বেলা তিনটের সময় ওয়েবসাইট ও অ্যাপ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল দেখতে পারবেন। এছাড়া স্কুলের তরফেও https://wbchseapp.wb.gov.in/portal/sec_users/login-এ লগ ইন করে পরীক্ষার্থীদের রেজাল্ট ডাউনলোড করা যাবে। শিক্ষা সংসদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও ফলাফল দেখা যাবে।

ভুয়ো কলসেন্টার খুলে টাকা হাতানোর চক্র, গ্রেফতার ২০

প্রতিবেদন: পুলিশি তৎপরতায় ভুয়ো কলসেন্টারের পর্দাফাঁস। দুই জায়গায় হানা দিয়ে মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উদ্ধার প্রায় ২০ লক্ষ নগদ টাকা ও কমপিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, রাউটার-সহ একাধিক সামগ্রী। জানা গিয়েছে কলকাতার ট্যাংরা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রসপুঞ্জ এলাকায় এমনই দুটি ভুয়ো কলসেন্টার চলছিল। সেখানে বসে আমেরিকা ও লন্ডনের লোকজনকে টার্গেট করে পাতা হয়েছিল প্রতারণার ফাঁদ। দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম বিভাগ মোট ৫৬টি ডিজিটাল ডিভাইস, একাধিক সিমকার্ড, রাউটারও বাজেয়াপ্ত করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রসপুঞ্জ এলাকায় একটি কল সেন্টারে প্রথমে হানা দেয় পুলিশ। হ্যান্ডলার হিসাবে একজনের নাম উঠে আসে। তাঁকে আটক করে পুলিশ। ধৃতকে জেরায় মেলে বিস্ফোরক তথ্য। সেই অনুযায়ী অভিযান চালায় তদন্তকারী দল। প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পরে ট্যাংরায় খোঁজ মেলে ওই ভুয়ো কল সেন্টারের। ধৃতদের জেরা করে চক্রে আরও কারা জড়িত তার খোঁজ চলছে।



পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : পুলিশের ভূমিকায় ফের ক্ষোভ প্রকাশ করল হাইকোর্ট। আদালতকে না জানিয়ে ভিনরাজ্যে গ্রেফতারিতে রাজ্য পুলিশকে পড়তে হল ভর্ৎসনার মুখে। ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট শেষে জামিন মঞ্জুর করেছে অভিযুক্ত।

উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার ঘটনা। পঞ্চায়েত উপপ্রধান সইদুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মুদিখানা দোকানে আগুন লাগানো ও এক দম্পতিকে মারধরের। তাঁর আগাম জামিনের আবেদন বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও আদালতকে না জানিয়ে ভিনরাজ্য থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পদক্ষেপে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযুক্তকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয়। একটি মামলাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা।

সইদুল শেখের আইনজীবী সাবির আহমেদ ও অরিজিৎভূষণ বাগচী বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। আগাম জামিনের আবেদনের শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবীকে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী শুনানিতে সেই নথি পেশ না করে অভিযুক্তকে ভিনরাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়া এসআইআর ফের চালু হচ্ছে। ১ জানুয়ারির মধ্যে প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ কমিশনের

ফের চলল বুলডোজার! বালিঘাটে পুনর্বাসন ছাড়াই ভাঙা হল ২৫টি বাড়ি

সংবাদদাতা, হাওড়া: ফের চলল বুলডোজার! এবার বালিঘাট স্টেশনের নিচে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হল। ভেঙে দেওয়া হল ২০-২৫টি বাড়ি ও দোকানঘর। বুধবার কড়া পুলিশি প্রহরায় পিডব্লুডি এবং রেলের যৌথ উদ্যোগে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের জীর্ণ অ্যাপ্রোচ ব্রিজের কাজের জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরির কারণ দেখিয়ে কোনওরকম পুর্ণবাসন ছাড়াই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। এই উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি,



রাস্তা তৈরিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। জাতীয় স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজের গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে পারছেন। তবে উচ্ছেদের ফলে যাঁরা ঘরবাড়ি ও ব্যবসার জায়গা হারিয়েছেন, তাঁদের অন্যত্র থাকার এবং ব্যবসা চালানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে তাঁদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানদাররা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের অ্যাপ্রোচ ব্রিজের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল।

ব্রিজের কাজ চলাকালীন যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অস্থায়ী বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সেই রাস্তা দিয়েই জাতীয় সড়কের বাস, লরি-সহ সমস্ত ভারী যানবাহন চলাচল করবে। বিকল্প রাস্তা তৈরি হলে ওই পথ ধরে যানবাহন জাতীয় সড়ক ১১৬-তে উঠতে পারবে। সেই কারণেই বালিঘাট স্টেশনের নিচে রাস্তার পাশে থাকা জমিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে পুর্ণবাসনের বিষয়ে কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি।

সপ্তাহ শেষে ১৫ ডিগ্রিতে নামবে শহরের তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : মেঘ কেটে যেতেই লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে পারদ। বুধবার মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে সাড়ে ৩ ডিগ্রি নেমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, এখানেই থেমে থাকবে না পারদ পতন। সপ্তাহ শেষে ১৫ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে শহরের তাপমাত্রা। ফের ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার মাঝেই এই পারদ পতনে শীতের আমেজ কলকাতা ও শহরতলিতে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে জানা গিয়েছে, শুধু কলকাতা নয়, রাজ্য জুড়েই পারদ পতন হবে। দক্ষিণবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা রেকর্ড হয়েছে বীরভূমের সিউড়িতে। সিউড়িতে পারদ নেমেছে ১৬ ডিগ্রিতে। রাজ্যের পশ্চিমাংশের জেলাগুলিতেও সপ্তাহ শেষে ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে গিয়ে ঠেকবে ঠান্ডা। ডিসেম্বরে শুরু থেকেই রাজ্য জুড়ে শীতের অনুভূতি ভালভাবে টের পাওয়া যাবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অব্যাহত থাকবে কুয়াশার দাপট দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের নিচে নেমে যেতে পারে। রাজ্য জুড়ে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টি বা মেঘের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে বঙ্গোপাগরে ফের ঘূর্ণিঝড় বাসা বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদদের একাংশ মনে করছেন, ডিসেম্বরের শুরুর দিকে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহের শেষদিকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। এর আগে এই সময়ে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল মৌসম ভবন। তবে যদি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তাহলেও তার অভিমুখ কোন দিকে হবে বা পশ্চিমবঙ্গে কোনও প্রভাব পড়বে কি না এই সংক্রান্ত আপডেট মেলেনি। সেক্ষেত্রে রাজ্যে উত্তরে হওয়ার প্রবেশ বাধা পাবে। মন্থর হবে শীতের ব্যাটিং।

রূপান্তরকামীকে হেনস্থা! বিজেপির পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট আদালত

প্রতিবেদন : নিধিরাম সর্দার পুলিশ। বিপদে পড়ে মানুষ যাঁদের কাছে নিরাপত্তা চাইতে যান, সেই পুলিশের ভূমিকাই নিন্দনীয়। পুলিশের বিরুদ্ধেই চূড়ান্ত অমানবিক ও অশালীন আচরণের অভিযোগ। আদালতের প্রশ্ন, পুলিশের বিরুদ্ধেই যদি অমানবিক ও অশালীনতার অভিযোগ ওঠে, তবে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? বুধবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট।

গত ১১ আগস্ট উলুবেড়িয়া থানায় জনৈকা জয়শ্রী পালের মা অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, জয়শ্রীর সঙ্গী তাঁকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাল্টা ১৬ সেপ্টেম্বর মায়ের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ জানান জয়শ্রী। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ কোনও আইনি পদক্ষেপ বা সুরক্ষা তো দেয়নি, উল্টে ঘটনাস্থলে গিয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত অভব্যতা করে। তাঁর লিঙ্গপরিচয় নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠেন পুলিশকর্মীরা। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, উলুবেড়িয়া থানার ওসিকে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। নিরাপত্তা দেওয়ার নামে যে পুলিশকর্মীরা অভব্য আচরণ করেছেন, পুলিশের উচ্চতর আধিকারিকের কাছে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থার আবেদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উলুবেড়িয়ার এই ঘটনায় আদালতের আশঙ্কা, অভিযোগ সত্যি হলে তা কেবল অমানবিক নয়, সরাসরি দেশের আইন ও সংবিধানের চরম লঙ্ঘন। সুপ্রিম কোর্টের নালসা রায়ে (২০১৪) শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও মানুষের লিঙ্গপরিচয় একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ও আত্ম-নির্ধারিত। কাউকে শারীরিক পরীক্ষা বা অপমানজনক উপায়ে লিঙ্গ প্রমাণ করতে বাধ্য করা সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে মর্যাদা ও গোপনীয়তার অধিকারের ঘোর বিরোধী। রূপান্তরকামী সুরক্ষা আইনে (২০১৯) স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনও রূপান্তরকামী ব্যক্তিকে মৌখিক, মানসিক, শারীরিক বা যৌন হেনস্থা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

গুনতে হবে এবার ২০ টাকা!

(প্রথম পাতার পর)

দেন, সঙ্গত দাবিই উঠেছে। তিনি বলেন, পরিষেবা ভালো করতে গেলে বেসরকারি অপারেটরদের 'ন্যায্য দাবি'কে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এখানেই না থেমে কেন্দ্রের রেল মন্ত্রকের প্রসঙ্গ টেনে অর্জুন সিংয়ের মন্তব্য, রেলের ভাড়া কবে বাড়ল তা কেউ জানতেই পারেনি, অথচ রেলের পরিষেবা ও স্টেশন উন্নত হয়েছে (যদিও দেখা যাচ্ছে মোদি সরকারের আমলে যেমন ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি রেল দুর্ঘটনার ঘটনাও বেড়েছে)। একইভাবে এসি বাস বা এসি বাসস্ট্যান্ড চাইলে তার বিদ্যুতের খরচ যাত্রীদেরই বহন করতে হবে বলে কার্যত সাফ জানিয়ে দেন তিনি। বেসরকারি 'সিটি ফ্লো' বাসে মানুষ পয়সা দিয়ে আরামে যাতায়াত করছে— এই যুক্তি খাড়া করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নিত্যযাত্রীদের ঘাড়ে বাড়তি ভাড়ার বোঝা চাপানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন মন্ত্রী। ন্যূনতম ভাড়া বাড়িয়ে ১৮ টাকা করার দাবি জানিয়েছে বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন 'জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটস'। কলকাতার ক্ষেত্রে বেসরকারি বাসের ভাড়া ন্যূনতম (প্রথম ৪ কিমির জন্য) ১৮ টাকা এবং জেলার ক্ষেত্রে ২০ টাকা করার দাবি জানিয়েছে তারা। করোনা-পরবর্তী সময় থেকে বাসে উঠলেই ন্যূনতম ১০ টাকা ভাড়া দিতে হয় যাত্রীদের (সরকারি কোনও নির্দেশ ছাড়াই এই ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল)। যদিও সরকারি ভাবে ন্যূনতম বাসভাড়া ৭ টাকা। এবার সেটা এক ধাক্কায় অনেকখানি বেড়ে যেতে চলেছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উপরেই বোঝা চাপবে। এমনিতে বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বাসের ভাড়া বাড়লে অটো, ট্যাক্সির ভাড়াও বেড়ে যাবে। অর্থাৎ পুরো গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা আরও মহার্ঘ হচ্ছে।

কোথায় টাস্ক ফোর্স? বাজার জুড়ে আগুন

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন মাত্র ২১২.৩ কোটি টাকা। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, সেচসেবিত জমিতে হেক্টর প্রতি ১৭ হাজার টাকা এবং বৃষ্টির জলের ভরসায় চাষ হওয়া জমিতে হেক্টর প্রতি ৮,৫০০ টাকা করে মিলবে।

কৃষকদের ক্ষোভ, এই যৎসামান্য অনুদানে ঋণ শোধ তো দূরের কথা, চাষের প্রাথমিক খরচটুকুও উঠবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের সবজি ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত দোলবাগান, আমলাশুলির মতো এলাকায় এখন শুধুই হাহাকার। সেখানে এক হেক্টর জমিতে কম করেও ৩৩ থেকে ৩৫ মন ধান ফলে, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৮ হাজার টাকা। সেই পাকা ধানের শীষে এখন অঙ্কুর গজিয়েছে। বেগুন গাছ ঝিমিয়ে কাঠ, ফুলকপি-বাঁধাকপি ও শীতের শাকে পচন ধরেছে। অসময়ের বৃষ্টিতে পালং, মুলো ও কপি জমি জলে ডুবে বিঘা-প্রতি ৩৫ থেকে ৩৭ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে, যেখান থেকে ৫০ হাজার টাকার কাছাকাছি আয় হওয়ার কথা ছিল। এই সামান্য সরকারি অনুদান নিয়ে কীভাবে ঋণের বোঝা নামাবেন, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না কৃষকেরা।

১০০ গ্রাম শশা বীজের দাম ৩,০০০ টাকা এবং বিঘা প্রতি খরচ হয় ২৫ থেকে ২৭ হাজার টাকা। ৪২-৪৫ দিনে ফলন দিয়ে আগামী মাস থেকেই লরি-লরি শশা ও লঙ্কা বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, সেই এক কোমর উচ্চতার গাছ এখন জলের তলায়। জল নামতে কমপক্ষে আরও মাস দেড়েক সময় লাগবে বলে এ বছর আর শীতের মরশুমি চাষ হওয়ার কোনও সুযোগই নেই। ফলে পেটের ভাত আর মহাজনি ঋণ শোধ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন কৃষকেরা।

বিপর্যস্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলাও। জেলার ২৫টি ব্লকে ধান, পান ও ফুল চাষের অপূরণীয় ক্ষতির পাশাপাশি এক বৃদ্ধার মৃত্যুও ঘটেছে। খেজুরি, রামনগর, নন্দীগ্রাম, নন্দকুমার, ভগবানপুর, পটাশপুর, পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট ব্লকের আমন ধান, পান এবং ফুল চাষিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ফুলের পাপড়ি থেকে শুরু করে জলের তলায় ডুবে থাকা পাকা ধান ও পানের বরজ— সবই আজ ধ্বংসের মুখে।

একদিকে ফসলের ন্যায্য দাম ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না পেয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন অন্নদাতারা, আর অন্যদিকে টাস্ক ফোর্সহীন বাজারে ফড়েদের দাপটে পকেট কাটছে সাধারণ মানুষের। নবান্নের বৈঠক আর প্রশাসনিক নির্দেশের বাইরে বেরিয়ে সরকার অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ শোধের দায়ভার নিক এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী নজরদারি ফিরিয়ে আনুক— এখন সেই দাবিতেই সরব গোটা রাজ্য।

সিদ্ধান্ত নতুন করে ফের নিতে হল কেন?

(প্রথম পাতার পর)

বাংলার প্রযোজক, পরিচালক ও কলাকুশলীরা। টলিউডের অন্দরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যখন বিস্ফোরণের চেহারা নিচ্ছিল, ঠিক তখনই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন শুভেন্দু অধিকারী।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি-করা কাঠামোকেই সামান্য অদলবদল করে 'নতুন' বলে চালানোর চেষ্টা করছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তা-ই নয়, বাংলা সিনেমার উন্নয়নের নামে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কমিটিতে মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ এবং হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিজেপি বিধায়কদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের কটাক্ষ, 'যাঁদের নিজস্ব কোনও দিশা নেই, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প ও নির্দেশিকা চুরি করেই সরকার চালানোর চেষ্টা করছেন। এতদিন বাংলা সিনেমার কথা মনে ছিল না, এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় মমতার দেখানো পথেই হাঁটতে হচ্ছে। তবে মানুষ সবই দেখছেন— কারা বাংলা সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষক, আর কারা সস্তা প্রচারের জন্য নাটক করছে।' সব মিলিয়ে, প্রাইম টাইমে বাংলা সিনেমার নির্দেশিকা জারি করে শুভেন্দু অধিকারী আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী সিদ্ধান্তকেই সিলমোহর দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
26 November, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

পণ্যের অবৈধ মজুতদারি এবং কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের চাপে পড়ে ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। দোকানে দোকানে চলল হানা। জলপাইগুড়িতেও চলে এই অভিযান

পরিযায়ীদের ফেরার আহ্বান, শুভেন্দু আগে পা হারানোর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভিনরাজ্য থেকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে আসার কথা বলছেন। সভা সমিতি হলেই আপনার মুখে শোনা যাচ্ছে একই আহ্বান। কিন্তু আদৌ কি শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা করছেন? এ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে আগেই। তবে মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকে এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। বিহারের কিশানগঞ্জের একটি ইটভাটায় কাজে গিয়েছিলেন কোচবিহারের মাথাভাঙার কমল বর্মন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী কবিতা বর্মন। পুজোর আগে কাজে গিয়েছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার বাড়িতে ফেরার সময় তাঁদের জীবনে ঘটে গিয়েছে বড় বিপর্যয়। পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান ওই শ্রমিকের স্ত্রী কবিতা। বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। কোনওরকমে জীবন বাঁচাতে দুটো পা বাদ দিতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। দুশ্চিন্তায় কমল বর্মন। কী করবেন? কীভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? টাকা কোথায় পাবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। অথচ বুধবার কোচবিহারে রাসমেলার উদ্বোধনে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ওই জেলায় থাকা সত্ত্বেও অসহায় শ্রমিকের জন্য একটি বাক্যও খরচ করেননি তিনি। তবে ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরনো ঘোষণা করে গিয়েছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী একবারও ওই অসহায় শ্রমিকের জন্য কিছু বলেননি। প্রশ্ন উঠছে একবারও কি তাঁর মনে হল না হাসপাতালে ওই শ্রমিক মহিলাকে দেখতে যাওয়ার কথা? কীভাবে চিকিৎসা হচ্ছে তাও জানতে চাইলেন না? নাকি এতবড় ঘটনা শুভেন্দু অধিকারী জানেন না? প্রশ্ন এখানেই থামছে না। যিনি শ্রমিকদের দায়িত্ব নিতে পারেন না তাঁর কি আদৌ কোনও ঘোষণা সাজে? উঠছে এই প্রশ্নও। এ নিয়ে শুধু মাথাভাঙা নয়, গোটা কোচবিহারের বাসিন্দারা বলছেন একই কথা।


আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন কবিতা বর্মন।


শিশুকে কোলে নিয়ে অসহায় স্বামী কমল বর্মন।

তাঁরা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র মানুষের কথা ভাবতেন। ঝড়ে যখন লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল কোচবিহার তখন তিনি সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে ছুটে এসেছিলেন। গিয়েছিলেন দুর্গতদের বাড়িতে। কিন্তু লুটেরা বিজেপি আসার পর থেকেই রাজ্যের চিত্রটা বদলে গিয়েছে। অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছেন বাংলার মানুষ। তাঁদের পাশে কেউ নেই বলে আক্ষেপ করছেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। আশঙ্কাজনক স্ত্রীর কথা বলে চোখ জলে ভরে উঠেছে পরিযায়ী শ্রমিক কমল বর্মনের। বারবার বলছেন পাশে নেই সরকার।

নির্বিচারে চলল বুলডোজার ভাঙল দোকান ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ : সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার নামে প্রশাসনের 'বুলডোজার নীতি'কে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল কালিয়াগঞ্জ শহর লাগোয়া ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে। বুধবার পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে বুলডোজার নামিয়ে দোকানের বর্ধিত অংশ ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের একাংশ। জানা গিয়েছে, কালিয়াগঞ্জের বাঘন বটতলি বাজারে ভাণ্ডার পঞ্চায়েত অফিস মার্কেটের সামনের ভাড়া দেওয়া দোকানগুলির ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত চালা ও বারান্দা তৈরি


একের পর এক দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

করেছিলেন। সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধার কারণ দেখিয়ে সম্প্রতি তিনজন ব্যবসায়ীকে নোটিশ দিয়ে ওই বাড়তি অংশ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় পঞ্চায়েত। দু'জন ব্যবসায়ী নোটিশ মেনে অংশটি সরিয়ে নিলেও, একজন ব্যবসায়ী না খোলায় এদিন বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় প্রশাসন।

এলাকায় বুলডোজার পৌঁছাতেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সরাসরি বুলডোজার ব্যবহার করে উচ্ছেদের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ও ক্ষোভ উগরে দেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী। সরাসরি বুলডোজার চালিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রুটিরুজিতে আঘাত হানার এই প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অশান্তির আবহ তৈরি হয়। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জীবেশ দেবশর্মা দাবি করেন, সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ। কারও ব্যক্তিগত ক্ষতিকরা পঞ্চায়েতের লক্ষ্য নয়।

শিকেয় নিরাপত্তা বাড়ছে ছিনতাই

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ধূপগুড়িতে একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। এবার ধূপগুড়ির ঝুমুর বাজার এলাকায় ফের একটি বড়সড় চুরির ঘটনা সামনে এল। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঝুমুর নদীর তীরবর্তী ওই বাজারের একটি মোবাইল সারাইয়ের দোকানে দুষ্কৃতীরা হানা দেয় বলে খবর। স্থানীয়দের অনুমান, নদীর পাড় ধরে এগিয়ে এসে দোকানের পিছনের টিনের বেড়া কেটে ভিতরে ঢোকে চোরেরা। দোকান থেকে সারাইয়ের জন্য জমা থাকা প্রায় ৩০টি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ এবং ক্যাশবাক্স থেকে নগদ ১,৫০০ টাকা খোওয়া গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকান মালিক। বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো দোকান খুলে ভিতরের জিনিসপত্র এলোমেলো পড়ে থাকতে দেখেন ওই ব্যবসায়ী। টেবিলে রাখা ল্যাপটপ ও অন্য জিনিসপত্র না পেয়ে পিছন দিকে গিয়ে তিনি টিন কাটা অবস্থার বিষয়টি দেখতে পান।

বিজেপি নেতাদের মদতে রয়্যাল্টি ছাড়া দেদার মাটি বিক্রি, বাড়ছে ক্ষোভ

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজত্বে তোলার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। খোদ দলের নেতারাই তোলা আর কাটমানি নিয়ে সরব হয়েছেন। কিন্তু থামেনি বেআইনি কারবার আর তোলাবাজি। এবার শিরোনামে আলিপুরদুয়ার। শিলতোর্সা নদীর বালি ও পাথর পাচারের অভিযোগ মাঝেমধ্যেই ওঠে; আর এবার এই ব্লকেরই পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগর এলাকা থেকে দেদারে মাটি বিক্রির অভিযোগ সামনে এল। অভিযোগ, গত তিন-চারদিন ধরে রোজ ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ট্র্যাক্টর ট্রলিতে করে মাটি তুলে পাচার করা হচ্ছে এবং রয়্যাল্টি ছাড়াই স্থানীয় বিজেপি নেতাদের মদতে এই কারবার চলছে। যোগেন্দ্রনগর ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক থেকে অনেকটাই দূরে এবং একেবারে প্রান্তিক এলাকা। চারপাশে চাষের জমি রয়েছে, আর মাঝখানের কিছু জমি থেকে ট্র্যাক্টর ট্রলিতে করে মাটি কেটে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, শীতের সকালে রোজ ভোর থেকেই ট্র্যাক্টর ট্রলির শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং ভোর থেকে সকাল ৭টা-৮টা পর্যন্ত একের পর এক ট্র্যাক্টর ট্রলিতে মাটি পরিবহণ চলছে। দূরত্ব অনুযায়ী মাটির দাম নির্ধারিত হচ্ছে। ৫-৭ কিলোমিটারের মধ্যে হলে প্রতি ট্র্যাক্টর মাটির দাম ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা এবং কিছুটা দূরে হলে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, এলাকার কিছু বিজেপি নেতার মদতে এই কারবার চলায় স্থানীয়রা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ট্র্যাক্টরে মাটি লোড করার দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে থাকা জমির এক মালিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অনেকে সরকারি আবাসনের টাকা পেয়েছেন এবং তাঁদের মাটির প্রয়োজন হওয়ায় তিনি জমি থেকে মাটি দিচ্ছেন। তবে রয়্যাল্টি আছে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে ওই মালিক জানান, রয়্যাল্টির জন্য বিএলএলআরও অফিসে আবেদন করেছেন, কিন্তু রয়্যাল্টি পাননি।



ফের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু, প্রশ্নের মুখে বনদফতর

প্রতিবেদন : ফের জমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক হাতির। এবার ঘটনাস্থল খড়িবাড়ি। হাতির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খড়িবাড়ির চরনাজোত এলাকায় চাষের জমি থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তিনীর নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা হাতিটিকে জমিতে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে হাতিটির। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাবারের খোঁজে মঙ্গলবার রাতে চরণাজোত এলাকার কৃষিজমিতে চলে এসেছিল হাতিটি। ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা জমিতে ব্যাটারিচালিত 'ঝটকা' মেশিনের তার দিয়ে বেড়া দিয়ে রেখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হাতিটির ধাক্কায় সংলগ্ন একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে ওই তারের ওপর আছড়ে পড়ে। এর জেরে মেশিনের তারে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করে। সেই তারের সংস্পর্শে আসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণীটির মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের সহকারী বনপাল বা এডিএফও, টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের বনকর্মী এবং খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ স্পষ্ট হবে। একই সঙ্গে চাষের জমিতে কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ছড়িয়ে পড়ল এবং কারও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন বন ও বিদ্যুৎদফতরের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় বনদফতরের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।



আমার বাংলা
26 November, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



রাস পূর্ণিমায় নবদ্বীপে পরপর পুজোয় চুরি, প্রশাসনকে তীব্র তোপ স্থানীয়দের

প্রতিবেদন : রাস পূর্ণিমার রাতেই নবদ্বীপে একাধিক পুজোয় বিগ্রহের গায়ে থাকা সোনা ও রুপোর গয়না চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। উৎসবের আনন্দ, আলোকসজ্জা আর হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়ের মধ্যেই মঙ্গলবার গভীর রাতে বিভিন্ন পুজো থেকে মূল্যবান গয়না উধাও হয়ে যায়। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, কোথাও কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না, কোথাও রুপোর অলঙ্কার চুরি হয়েছে। একাধিক পুজো কমিটির পক্ষ থেকে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। যেমন নবদ্বীপের পোড়াঘাট গৌড়গঙ্গা বারোয়ারি পুজো ১২৭ বছরের পুরনো। সেই পুজোয় প্রতিমার গায়ে থাকা সমস্ত সোনার গয়না চুরি হয়েছে। প্রায় ৩০০ গ্রাম সোনার গয়না চুরি হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা। মণ্ডপে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন কেজি রুপোর গয়না থাকলেও সেগুলিতে হাত দেয়নি দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজে একজনের ছবি দেখা গেলেও তাঁকে



এখনও শনাক্ত করা যায়নি। রাজাবাজার মহিষমর্দিনী বারোয়ারিতেও গয়না চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিমার রুপোর মুকুট, কানের দুল, কোমরের গয়না ও পায়ের তোড়া চুরি হয়েছে। পাশাপাশি সোনার নথ, টানা এবং কপালের টিপও উধাও হয়েছে। সোনার গয়নার পরিমাণ প্রায় এক ভরি এবং রুপোর গয়না প্রায় ১২০ ভরি। সিসিটিভি ফুটেজে এক ব্যক্তিকে মণ্ডপের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। প্রতিমার গলা ও মুকুটের গয়না খোলার চিহ্নও রয়েছে বলে জানান তাঁরা। প্রায় ৭০ বছরের পুরনো এই পুজোয় আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। উত্তর বঙ্গপাড়ার শ্যামামাতা বারোয়ারি পুজোতেও গয়না চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। প্রতিমার গলার কাছ থেকে মালা, নূপুর, তিনটি মালা, একটি টাই, টিকলি, মুকুট ও গলার চেন চুরি হয়েছে। চুরি যাওয়া গয়নার আনুমানিক মূল্য ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো এই বারোয়ারিতে আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। উত্তর বঙ্গপাড়ার মৃত্যুঞ্জয় শ্যামামাতা বারোয়ারি পুজোয় প্রতিমার তিনটি হার, গলার চেন, দুল ও একটি ঝুমকো চুরি হয়েছে। চুরি যাওয়া গয়নার বাজারমূল্য পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার বেশি। পাশাপাশি প্রায় আড়াইশো ভরি রুপোর গয়না চুরি হয়েছে। রাস পূর্ণিমার রাতে এই চুরির ঘটনাগুলি সামনে আসতেই পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে এভাবে চুরির ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে।

খনি এলাকায় ধসের আতঙ্ক! পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার গ্রামবাসীরা



সংবাদদাতা, বর্ধমান : খনি এলাকায় বারবার ধসের ঘটনা ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। একের পর এক ধসের ঘটনায় বিপদের মুখে পড়ছেন খনি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। অথচ দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার স্থায়ী সমাধান, নিরাপদ পুনর্বাসন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সিধুলি এলাকার গ্রামবাসীরা। নিজেদের ন্যায্য দাবিকে সামনে রেখে সরাসরি রাষ্ট্রায়ত্ত খনি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন তাঁরা। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে গ্রামবাসীরা কেন্দা জেনারেল ম্যানেজারের দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের কথায়, খনি এলাকায় বারবার ধসের ঘটনা ঘটলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। কখন কোথায় ধস নামবে, কখন বসতবাড়ি বা জমিজমা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেই আশঙ্কা নিয়েই দিন কাটছে বহু পরিবারের। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, খনি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দায়িত্ব শুধু কয়লা উত্তোলন করা নয়, খনি সংলগ্ন এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাদের কর্তব্য। অথচ বারবার ধসের ঘটনা সামনে এলেও ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে এখনও অসন্তোষ রয়েছে এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শুধু আশ্বাস দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অবিলম্বে সিধুলি এলাকার বিপজ্জনক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব পরিবার খনি এলাকার ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ধসের ঘটনা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করতে না পারে, তার জন্য স্থায়ী পদক্ষেপ করতে হবে। গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ফের একবার খনি এলাকার নিরাপত্তা, পুনর্বাসন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কয়লা উত্তোলনের স্বার্থে সাধারণ মানুষের জীবন কি বারবার ঝুঁকির মুখে পড়বে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সিধুলি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এখন দেখার, গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদের পর কেন্দা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত খনি সংস্থা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আশ্বাস নয়, এবার বাস্তব পদক্ষেপের অপেক্ষায় সিধুলি এলাকার আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে কালভার্ট প্রশাসনকে জানিয়েও হয়নি লাভ

প্রতিবেদন : বর্ষায় ধসে গিয়েছে রাস্তার কালভার্ট। ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু ওই রাস্তায় কালভার্ট ধসে যাওয়ায় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষকে। এই নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষজন। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় বালি ও মাটির বস্তা দিয়ে চলছিল যাতায়াত। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে তার অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। কিন্তু গাড়ি পারাপার একদমই বন্ধ। ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়া থেকে পুকুরিয়া, রাজপাড়া যাওয়ার রাস্তার এই অবস্থা। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আগের সরকারের আমলে ঝাড়গ্রাম-জামবনি রাস্তার কাশিয়ার মোড় থেকে পঞ্চবটি মাহাতো সরোবরের পাশ দিয়ে অল্প দৈর্ঘ্যেই পুকুরিয়া এবং রাজপাড়া পৌঁছনোর জন্য ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কাশিয়া গ্রাম থেকে কিছুটা এগোলেই চাষের জমির জল পারাপারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল কালভার্ট। কিন্তু, চলতি বছরের বর্ষায় কালভার্টের নীচের মাটি ধুয়ে কালভার্ট বসে যায়। গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে বালি এবং মাটির বস্তা ফেলে কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করেন। এরই মধ্যে বৃষ্টিতে সেই বালি ও মাটির বস্তাও ধুয়ে গিয়েছে। নিত্যযাত্রীরা ঘুরপথে যাতায়াত করছেন। সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি।

তোলাবাজি জারি বিজেপির

বাঁকুড়া

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বিজেপি আমলে তোলাবাজি বেড়েই চলেছে রাজ্যে। মুখে বড় বড় কথা বললেও বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের পরেও দলের অন্দরে তোলাবাজি বন্ধ হয়নি বলে সম্প্রতি রাজ্য স্তরের বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নেতা ও মন্ত্রী। দলের বিভিন্ন স্তরে তোলাবাজি চললে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। বাঁকুড়ার খাস জঙ্গলমহলের রানিবাঁধের অম্বিকানগরে ঠিকাদারদের সঙ্গে বিজেপির দুই মণ্ডল সভাপতির বৈঠক ঘিরে কাটমানি ও সেটিং-এর ঘটনায় অস্বস্তি বাড়ল দলের অন্দরে। জানা গিয়েছে, রানিবাঁধ বিধানসভার অম্বিকানগর বাজার এলাকায় মন্ডলের পদে থাকা কয়েকজন নেতৃত্বদের না জানিয়ে বেশ কিছু নিজের আনুগত্য নেতৃত্বদের নিয়ে রানিবাঁধ মন্ডল একের সভাপতি গৌতম মাহাতোর নেতৃত্বে রানিবাঁধ মন্ডল ১ ও মন্ডল ২ দুই এলাকার ঠিকাদারদের নিয়ে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে মন্ডল এলাকায় নানান কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের কাজ দেওয়ার বিনিময়ে কাঠমানি নেওয়া-সহ স্বজনপোষণের মতো একাধিক আলোচনা করা হয়। এই ঘটনা বিজেপির অন্দরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

বর নাপসন্দ! গয়না নিয়ে উধাও বধূ, পথেই জুটল প্রেমিক

প্রতিবেদন : অসম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে। বরকেও পছন্দ নয়! ফলস্বরূপ শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়েতে পাওয়া গয়নাগাঁটি নিয়ে পালিয়েছিলেন একতরুণী। পথে আলাপ হয়েছিল এক ভিন ধর্মের যুবকের সঙ্গে। ক্ষণিকের আলাপেই প্রেম, তারপর দুজনে মিলে সটান চলে যান দিঘা। পরে গয়না বিক্রি করে ফের দুজনে পুরী বেড়াতে যান। শোরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনাটি ঝাড়গ্রামের।

জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর স্বামী পেশায় সিভিক পুলিশ। স্ত্রীর নিখোঁজের পর অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। ওই তরুণীর সন্ধান অবশেষে পেলেন তদন্তকারীরা। নয়া প্রেমিকেরও খোঁজ মেলে। অপহরণের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম শেক হাসমত। বাড়ি ঝাড়গ্রাম থানার রাধনগর গ্রামে। মঙ্গলবার তাঁকে ঝাড়গ্রাম শহর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৬ অক্টোবর ঝাড়গ্রাম থানার সিভিক কর্মী আগুইবনি গ্রামের বাসিন্দার সঙ্গে খড়্গপুরের ধারেন্ডা গ্রামের ওই তরুণীর বিয়ে হয়। প্রথমে কিছুই বোঝা যায়নি। ফুলশয্যার রাতেই



মেয়েটি জানিয়ে দেয়, তাঁকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামীকেও পছন্দ হয়নি তাঁর। সেই কথা শুনে কার্যত মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল ওই যুবকের। পরদিন মেয়ের বাড়ির লোকজনকে ডেকে পাঠানো হয় ওই বাড়িতে। বাপেরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে মেয়েটি তাঁর বাড়ি ফিরেও যান। এরপর বেশ কয়েকবার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি এলেও বাড়ি ফিরে যেতেন। এভাবেই চলছিল। এরপর গত ২ নভেম্বর মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে সোনার গয়না নিয়ে পালান। ওই দিন খড়্গপুর স্টেশনে শেক হাসমতের সঙ্গে আলাপ হয়। ছেলেটি নিজের পরিচয় গোপন করে। সে বিবাহিত এবং তাঁর দেড় বছরের ছেলে এবং একটি সাড়ে চার বছরের মেয়ে রয়েছে। কিন্তু সে পুরো বিষয়টি গোপন করে। পথেই দুজনের প্রেম হয়! দুজনেই দিঘায় চলে যায়। সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকার পর ঝাড়গ্রামে ফিরে এসেছিলেন ওই তরুণী। সঙ্গে থাকা গয়না একটি দোকানে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি করে পুরী বেড়াতে চলে যান। সেখান থেকে ঘুরে ঝাড়গ্রাম ফিরে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁরা থাকছিলেন। এদিকে, স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় স্বামী ঝাড়গ্রাম থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ বিভিন্ন সূত্রে পেয়ে ১৮ নভেম্বর মেয়েটিকে উদ্ধার করে। আদালতে তোলা হলে বিচারকের নির্দেশে তাঁকে বাবার বাড়িতে পাঠানো হয়। নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেলেটির সঙ্গে তোলা একটি সেলফি এবং ফোনে কারও সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে একটি নাম পাওয়া যায়। ওই যুবকের খোঁজ মেলে ঝাড়গ্রামেই। মঙ্গলবার ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
26 November, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বেলারপাড় এলাকায়। রায়নাগড়-বেলারপাড় রেললাইনের ধারে ঢালাই রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়

বাংলায় অসাধারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় দিচ্ছে বিজেপি!

প্রতিবেদন : বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল একেবারে প্রকাশ্য রাস্তায় এসে পড়ল এবার। সরকার এসেছে সবে ৭ মাস হল। এর মধ্যেই নানা জায়গা থেকে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের খবর সামনে এসেছে। আর এবার যা সামনে এল তা চরম ন্যক্কারজনক। বলা ভাল, বাংলাকে অসাধারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় দিচ্ছে বিজেপি। একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। সেই অডিও ক্লিপে চরম বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তে শোনা গেছে বর্ধমানের দুই বিজেপি নেতাকে। বর্ধমানের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৫ নম্বর মণ্ডলের ঘটনা। ওই মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে বিজেপি নেতা অরুণ রায়ের ফোনে বাক্-বিতণ্ডা সমস্ত শালীনতাকে ছাপিয়ে গেছে। ফোন করে একে অপরকে রীতিমতো শাসাতে শোনা গেছে দুই বিজেপি নেতাকে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি তো বটেই, মা-বাবা তুলে পর্যন্ত গালাগালি করছেন একজন অপরকে। যা কহতব্য নয়। বাড়ি গিয়ে হুমকি থেকে মারধর— কোনও কিছুই বাদ নেই দুই বিজেপি নেতার কথাবার্তায়। দুই বিজেপি নেতার কথাবার্তায় অন্তত এটুকু বোঝা গেছে, ঝামেলার শুরু এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে। যা শেষ অবধি গড়িয়েছে অশ্রাব্য গালিগালাজে। শুধু বর্ধমান নয়, বিভিন্ন জেলা থেকে এরকম গোষ্ঠীকোন্দলের খবর সামনে আসছে। কিছুদিন আগেই নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পাল ফেসবুকে রীতিমতো বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা বেধেছে। শাসকদল যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়েছে। তমলুকের এক বিজেপি নেতাও সম্প্রতি দলবিরোধী পোস্ট করেছেন। আর এবার তো বর্ধমানের দুই বিজেপি নেতা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেলেন। যে-দলের রাজ্য সভাপতি গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে বড় বড় জ্ঞান দেন। দলীয় কোন্দল আটকাতে বুলি আওড়ান। তাঁর দলের নেতারাই সমস্ত শালীনতাকে বিসর্জন দিয়ে দিলেন।

ফের মাদক পাচার, পুলিশের নজরদারি নিয়ে উঠল প্রশ্ন



সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ফের মাদক পাচার। পশ্চিম বর্ধমানের সীমান্তবর্তী পাণ্ডবেশ্বরে। পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার তিন। জানা গিয়েছিল বীরভূমের দিক থেকে ব্রাউন সুগার ঢুকছে দুর্গাপুরে। আর সেই মাদক ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে কলেজ পড়ুয়াদের হাতে। এরই মধ্যে ফের মাদক পাচারের অভিযোগে পাণ্ডবেশ্বরে গ্রেফতারির ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়ল দুই জেলার সীমানা এলাকার নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা। জানা গিয়েছে, পাণ্ডবেশ্বরের নিমশা এলাকা থেকে শেখ রাহি ও ইন্দ্রজিৎ পাসওয়ান নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রোহিত মণ্ডল নামে আরও একজনকে। ধৃতদের কাছ থেকে সামান্য পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার ধৃতদের আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। তবে এই গ্রেফতারির ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানের সীমানা এলাকায় মাদক পাচার নিয়ে। অভিযোগ, ঝাড়খন্ড থেকে বীরভূম হয়ে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে কি ক্রমশ মাদক ঢুকছে শিল্পাঞ্চলে? পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে চলছে এই কারবার? আর এই পাচারচক্রের পিছনে কি রয়েছে কোনও বড় মাথা? সামান্য পরিমাণ মাদক উদ্ধার হলেও, তার উৎস এবং সরবরাহের পথ খুঁজে বের করাই এখন পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চক্রের পিছনে কতজন জড়িত রয়েছে আর মাদক কোথায় সরবরাহ হয় সেই নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বন্ধ ফ্ল্যাটে আগুন চাঞ্চল্য নবদ্বীপে

প্রতিবেদন : তালাবন্ধ ফ্ল্যাটে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে চাঞ্চল্য। পুড়ে ছাই ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ও জরুরি সামগ্রী। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মায়াপুর ফাঁড়ির গঙ্গানগর এলাকায়। গোবিন্দ ভবন নামে একটি আবাসনের পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ফ্ল্যাটের মালিক প্রদীপ গিরি। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ইসকনের দীক্ষিত ভক্ত। ঘটনার সময় ঘরে কেউ ছিলেন না। দম্পতি ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে আগুন ও কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন প্রতিবেশীরা। যার জেরে মুহূর্তের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। পাশের আবাসনের বাসিন্দারাও ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। প্রথমে প্রতিবেশীরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মায়াপুর ফাঁড়ি ও দমকল কেন্দ্রে।

দুষ্কৃতীদের কাছে মুক্তাঞ্চল বাংলা! ফের পুলিশকে গুলি

সংবাদদাতা, আসানসোল : দুষ্কৃতীদের কাছে যেন মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে বাংলা! ফের পুলিশকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাস ওরফে প্যাওকে ধরতে অভিযানে নামে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই পুলিশকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দিল অভিযুক্ত! ঘটনাটি হিরাপুর থানার অন্তর্গত আসানসোলের ইসমাইল এলাকার। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর বুধবার নিজের পরিবারের ভাড়া বাড়িতে এসেছিল প্রতাপ। খবর পেয়েই বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের ঘেরাটোপ বুঝতে পেরেই গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় সে। ভাগ্যক্রমে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। এরপর এলাকায় পৌঁছয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আর কত দিন? একের পর এক পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার— এত কিছুর পরেও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হচ্ছে না কেন? পুলিশের দিকে গুলি চালানোর সাহস পাচ্ছে কীভাবে এই অপরাধীরা? আইন কি শুধুই সাধারণ মানুষের জন্য? অপরাধ করে গ্রেফতার, তারপর জামিনে মুক্তি, আর জেল থেকে বেরিয়েই ফের অপরাধের জগতে প্রত্যাবর্তন এ যেন এক অন্তহীন চক্র! প্রতাপ দাস ওরফে প্যাওয়ের বিরুদ্ধে অতীতে সালানপুরে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি, পুরুলিয়ায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো এবং আসানসোল বাজার এলাকায় ভাই-বোন খুনের ঘটনায় অস্ত্র সরবরাহের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, কখনও গ্রেফতার, কখনও জামিন তারপর আবার অপরাধ! একই চিত্র। তাহলে প্রশ্ন, অপরাধীদের এই পুনরাবৃত্ত দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ কোথায়? অপরাধীদের কাছে আইনের ভয় কি ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে?



■ এই জায়গাতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতী।

ট্রেনে আবার পাথর-হামলা প্রশ্নের মুখে যাত্রী-নিরাপত্তা

প্রতিবেদন : চলন্ত ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় ফের যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে উঠল গুরুতর প্রশ্ন। হাওড়া থেকে পুরুলিয়াগামী ১২৮২৭ নম্বর পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে এমনই এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধেয় জকপুর স্টেশন পেরিয়ে খড়্গপুর স্টেশনে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে ট্রেনটির ডি এইট কামরা লক্ষ্য করে বাইরে থেকে ইট বা পাথর ছোড়া হয়। আচমকা বিকট শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কামরার একটি জানালার কাচ। বেঁকে যায় শিকও। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়। জকপুর স্টেশন পেরোনোর কিছুক্ষণ পরেই হাতিগোলা ব্রিজের কাছে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, সে সময়ে ট্রেনটি খড়্গপুর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে ছিল। হামলার অভিঘাতে ট্রেনের ডি-৮ কামরার একটি জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বেঁকে যায় জানলার লোহার শিকও। ইটের বড় বড় টুকরো ট্রেনের কামরার মধ্যে এসে পড়ে বলেও জানান যাত্রীরা। জানা গিয়েছে, হামলার সময়ে জানলার ঠিক পাশেই এক তরুণী বসে ছিলেন। তবে, তাঁর আঘাত লাগেনি। ঘটনায় অন্য কোনও যাত্রীও আহত হননি বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ট্রেনটি খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছলে রেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান যাত্রীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করে রেল পুলিশ। এই ঘটনায় কারা জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়।



■ পাথর হামলায় ভাঙল ট্রেনের কাচ।

মাঝ-নদী থেকে উঠে এলেন স্বয়ং মা কালী!

প্রতিবেদন : নদী থেকে নাকি স্বয়ং উঠে এসেছেন মা কালী! আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে ভিড় জমাচ্ছেন আশেপাশের এলাকার মানুষজন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আড়শা থানার অন্তর্গত কাঁসাই নদীর বেলডি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে এলাকার কয়েকজন মানুষ কাঁসাই নদীর মধ্যিখানে সিমেন্টের তৈরি একটি কালী মূর্তি দেখতে পান। সেই দৃশ্য তাঁরা নিজেদের মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই কৌতূহল ও ভক্তির টানে নদীর পাড়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা মাঝ-নদী থেকে মূর্তিটিকে তুলে এনে নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দেন। বর্তমানে সেখানে প্রতিদিনই বহু মানুষ আসছেন এবং ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা করছেন। বিষয়টি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানান দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই মূর্তি নিয়ে আদৌ মন্দির নির্মাণ হবে কি না অথবা এই ঘটনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী হবে সেই বিষয়ে শীঘ্রই স্থানীয়দের নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে।



দিল্লি দরবার
26 November, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

আদালতের বাইরে খুনের মামলায় অভিযুক্তের হাতই কেটে নিল দুষ্কৃতীরা! চালাল পরপর গুলিও। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আক্রান্ত মন্দারকে। বুধবার পুণের আদালতে হাজিরা দিতে এসেই আক্রান্ত হয় জামিনে মুক্ত মন্দার

দিল্লিতে আবার গণধর্ষণ

ক্যাফের পার্টিতে সহকর্মীদের লালসার শিকার হলেন তরুণী

নয়াদিল্লি: দিল্লি পুলিশের কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। পুলিশ-প্রশাসনকে আদালত বলেছিল, যদি নজরদারি না রাখা হয়, তা হলে সিসিটিভি কীভাবে অপরাধ ঠেকাবে? ওয়ার রুম না থাকলে অপরাধ আটকাবেন কীভাবে? পুলিশকে ভর্ৎসনার মাস দেড়েকের মধ্যেই ফের রাজধানীর এক ক্যাফেতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। নির্ভয়াকাণ্ডের পরে এক যুগের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপির শাসনকালে রাজধানীতে নারী নিরাপত্তার পরিস্থিতি কি ক্রমশ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে? নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নের মুখে রেখা গুপ্তার সরকার। একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের অভিযোগের মধ্যেই ফের চাঞ্চল্যকর ঘটনা দিল্লিতে। এবার পূর্ব দিল্লির প্রীত বিহারের একটি ক্যাফেতে ২২ বছরের এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল তাঁরই সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দুই মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি তিন অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

কারকারদুমার একটি মলের ক্যাফেতে কাজ করতেন ওই তরুণী। গত সোমবার রাতে সাত সহকর্মীর সঙ্গে প্রীত বিহারের অন্য একটি ক্যাফেতে পার্টিতে যোগ দেন তিনি। রাত সাড়ে ১১টায় ক্যাফেটি বন্ধ হওয়ার কথা থাকলেও এক কর্মীর কাছে চাবি থাকায় সেটি ফের খোলা হয়। চলে মদ্যপান ও নাচগান। রাত প্রায় ৩টে পর্যন্ত চলে পার্টি। তরুণীর অভিযোগ, সেই সময় দুই পুরুষ সহকর্মী তাঁকে গণধর্ষণ করেন। অন্যরাও অভিযুক্তদের সাহায্য করেন। চার পুরুষ ও দুই মহিলার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

কিন্তু এই ঘটনা শুধু একটি অপরাধের তদন্তে সীমাবদ্ধ নয়। দিল্লির আইনশৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন উঠে গেল। সাম্প্রতিক একাধিক ধর্ষণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে পুলিশি নজরদারি ও নিরাপত্তা পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছিল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাস্তবে কী করছে? শুধু প্রতিশ্রুতি, সভা-সমিতি আর প্রচার দিয়ে কি মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব? রাজধানীতে রাতে কর্মক্ষেত্র ও জনপরিসরেও যদি মহিলারা নিরাপদ না হন, তবে প্রশাসনের দায় এড়ানোর সুযোগ কোথায়? তিনজন গ্রেফতার হলেও বাকিদের গ্রেফতার এবং নিরপেক্ষ তদন্ত এখন জরুরি।

একের পর এক ধর্ষণের ঘটনার নেপথ্যে দিল্লির বিজেপি সরকারের ব্যর্থতাই দায়ী বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন উঠেছে, অমিত শাহর পুলিশের ভূমিকাটা তা হলে কী? এর কী জবাব দেবে বিজেপি?

বিজেপি শাসনে মহিলাদের বিপদ বাড়ছে রাজধানীতে


AI Image

বিহারে প্রশাসনিক অপদার্থতার পরিণতি

বিয়েবাড়িতে এলোপাথাড়ি গুলিতে নিহত দুই যুবক

পাটনা: এমনই অপদার্থ বিজেপির প্রশাসন। শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই বিয়েবাড়িতেও। বিজেপির বিহারে রক্তাক্ত হল বিয়ের আসর। মালাবদলের পরেই গুলি করে মারা হল দুই যুবককে। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও এক যুবক। বিয়ের সানাই আর মন্ত্রোচ্চারণের মাঝে আচমকা গুলির শব্দ এবং আর্তনাদে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিয়েবাড়িতে। প্রাণ বাঁচাতে এদিকে ওদিকে ছুটতে শুরু করেন অতিথিরা। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ভয়াবহ এই ঘটনার সাক্ষী হল ভোজপুর। ফফসল থানার চাকিয়া গ্রামের ওই বিয়েবাড়িতে সকাল থেকেই আনন্দ আর চরম ব্যস্ততার পরিবেশ। সন্ধ্যা নানতে না নামতেই আলোর রোশনাই, অতিথি সমাগম। আচমকাই ছন্দপতন। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, চাকিয়া গ্রামের বাসিন্দা নরেশ যাদবের মেয়ে নেহার বিয়ে ছিল মঙ্গলবার। মালাবদল পর্বের পরে অতিথি আপ্যায়নের পালা। খাওয়া শুরু করার পরেই আচমকাই হাজির ৬ সশস্ত্র দুস্কৃতী। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। লক্ষ্য ছিল ৩ যুবক। ঘটনার আকস্মিকতায় কেউ লুকিয়ে পড়ার সুযোগও পাননি। ঘোর কাটতে দেখা যায়, মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ৩ যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাহুল কুমার এবং দীপক কুমারের। বয়স ২০ থেকে ২১। দুজনেই শুভকরণগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। একজনের মাথায়, অন্যজনের পেটে,বা কাঁধে এবং কনুইতে গুলি লাগে। হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি সোনু কুমার (১৮)। কিন্তু কে বা কারা, কেনই বা এই হামলা চালাল-সে ব্যাপারে পুলিশ এখনও অন্ধকারে। কেউ গ্রেফতার হওয়া তো দূরের কথা।

আদালতে স্বস্তি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি: আপাতত স্বস্তিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডিকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, বুধবার তা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য পুনরায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে।

উমর-শারজিল জামিন মামলায় ৩ বিচারপতির বেঞ্চ

নয়াদিল্লি: দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত সমাজকর্মী উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। জামিনের আবেদন শোনার জন্য ৩ বিচারপতির বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চ। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি দাঙ্গার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলায় জামিন চেয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সমাজকর্মী উমর খালিদ ও শারজিল ইমাম। বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের জামিন নাকচ করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিশ জারি করে জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত। তবে এখনই অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আর্জি বিবেচনা করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে বেঞ্চ। আবেদন শুনে আদালত বলে, আজ নয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ জানিয়েছে, দুই আবেদনকারীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দিল্লি পুলিশের বক্তব্য শোনা হবে। পাশাপাশি, বিষয়টি প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে পেশ করার জন্য রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই মামলাগুলি শুনানির জন্য একটি নতুন তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করা যায়।



আজ নয় : শীর্ষ আদালত

এদিনের শুনানিতে খালিদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল তাঁর সওয়ালে যুক্তি দেখান, খালিদ ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন। একই মামলায় এক সহ-অভিযুক্তকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়ার বিষয়টিও তিনি বেঞ্চের নজরে আনেন। অন্যদিকে, ইমামের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে একই ধরনের স্বস্তির আর্জি জানান। তাঁর যুক্তি, গত জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই এই আবেদন করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে দুই অভিযুক্ত কবে পুনরায় জামিনের আবেদন করতে পারবেন। আদালতের নথি ও মামলার ইতিহাস অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় উমর খালিদ তিন দফায় নিয়মিত জামিনের আর্জি জানিয়েছে এবং শারজিল ইমাম সেই প্রক্রিয়া চালিয়েছেন দুই দফায়। নিম্ন আদালতের আবেদন এবং উচ্চ আদালতে আপিলগুলিকে আলাদাভাবে গণনা করলে, সুপ্রিম কোর্টের এই সাম্প্রতিক আবেদন-সহ খালিদ অন্তত ন-বার এবং ইমাম অন্তত ছ-বার নিয়মিত জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। খালিদ প্রথম ২০২১ সালে নিয়মিত জামিনের আবেদন করেছিলেন। ২০২২ সালে নিম্ন আদালত এবং দিল্লি হাইকোর্ট তা খারিজ করে দেয় এবং ২০২৪ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাঁর চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করে নেন। ওই বছরই তিনি নতুন করে আবেদন করেন, যা নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে খারিজ হওয়ার পর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টও নাকচ করে দেয়। অন্যদিকে, ইমামও ২০২১ সালে প্রথম আবেদন করেছিলেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে নিম্ন আদালত এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করার পর, ২০২৬ সালের জানুয়ারির একই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে। এরপর চলতি বছরে দুজনেই পুনরায় নিম্ন আদালত ও হাইকোর্ট হয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার পাঁচ সহ-অভিযুক্তকে জামিন দিলেও খালিদ ও ইমামের আবেদন নাকচ করেছিল। সাম্প্রতিক আবেদনে খালিদ ও ইমাম দাবি করেছেন, ২০২৭ সালের ৫ জানুয়ারির আগে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দি থাকার কারণে তাঁরা জামিন পাওয়ার যোগ্য। এই আবেদনগুলির সূত্রে ২০২১ সালে 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম কেএ নাজিব' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়টিও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, ইউএপিএ আইনের কঠোর বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ কারাবাস এবং বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব জামিন মঞ্জুর করার ভিত্তি হতে পারে।

দিল্লি পুলিশকে সুপ্রিম নোটিশ

জাগোবাংলা

সিইও হিসাবে এনভিডিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে এবার কর্মীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন জেনসেন হুয়াং। বললেন, আমি নিজে যে আচরণবিধি প্রণয়নে সহায়তা করেছি, তা লঙ্ঘন করা আমার উচিত হয়নি। জানান, মনোবিদের পরামর্শ নিচ্ছেন

বিজেপির ওড়িশায় প্রশাসনের মদতে গুন্ডামি! ভাঙা হল গির্জা

ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ তুলে ধ্বংস প্রার্থনাকক্ষ



কোরাপুট: ওড়িশার কোরাপুট জেলায় একটি গির্জা ভাঙচুরের অভিযোগ দায়েরের ঠিক পরদিনই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল সেটি। প্রশাসনের দাবি, সরকারি জমিতে অবৈধভাবে নির্মিত হওয়ায় গির্জাটির নির্মাতা নিজেই সেটি ভেঙে ফেলেছেন। তবে অভিযোগকারীর পাল্টা দাবি, প্রশাসনের চাপে পড়েই তিনি গির্জাটি ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন।

গত ২১ নভেম্বর কোরাপুট জেলার কোটপাড়া তহসিলের অন্তর্গত পাত্রগুড়া গ্রামের বাসিন্দা দুর্জন হরিজন পুলিশের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ, গ্রামের একদল যুবক তাঁর বাড়ির পাশের গির্জাটিতে ভাঙচুর চালিয়েছে। প্রায় ৯০০ জন আদিবাসী অধ্যুষিত ওই গ্রামে দুর্জনদের পরিবারই একমাত্র খ্রিস্টান পরিবার। তাঁর দাবি, বাবার জমির ওপর তিন বছর আগে তিনি এই গির্জা-কাম-প্রার্থনাকক্ষটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় এক দশক আগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা দুর্জন প্রতি রবিবার তাঁর পরিবারের সাত সদস্যকে নিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতেন। সংবাদমাধ্যমকে দুর্জন জানান, শনিবার গ্রামেরই একদল যুবক হঠাৎ গির্জা চত্বরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে কোটপাড় পুলিশ গ্রামের সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করে। দুর্জন বলেন, গত কয়েক মাস ধরে গ্রামের কিছু মানুষ গির্জায় আসতে শুরু করেছিলেন। সেই কারণে গ্রামবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণের মিথ্যা অভিযোগ আনেন এবং গালিগালাজ করে গির্জাটি ভাঙচুর করেন। দুর্জনের দাবি, পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরদিনই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং তাদের উপস্থিতিতে 'পেন্টেকোস্ট বিয়ার সাহেবা চার্চ' নামের ওই গির্জাটি ভেঙে ফেলা হয়। দুর্জন জমিটিকে পৈতৃক বলে দাবি করলেও প্রশাসনের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই সরকারি জমিতে গির্জাটি তৈরি করা হয়েছিল।

কোটপাড়ের তহসিলদার পরশুরাম বাত্রা জানান, গির্জা ভাঙচুর এবং পুলিশি অভিযোগের খবর পেয়ে প্রশাসন গ্রামে গিয়ে শান্তি বৈঠক করে। সরকারি জমিতে গির্জা নির্মাণের অভিযোগ ওঠায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। নোটিশ পাওয়ার পর তিনি নিজেই কাঠামোটি ভেঙে ফেলেন বলে দাবি তহসিলদারের। কোটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর রুনু মাঝিও একই কথা জানিয়েছেন। তবে ভাঙচুরের ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, প্রশাসনের দাবি নস্যাৎ করে দুর্জন অভিযোগ করেছেন, তাঁকে চাপ দিয়ে এক্সকাভেটর (খননযন্ত্র) ভাড়া করিয়ে গির্জাটি ভাঙতে বাধ্য করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি এবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন।

প্রদেশ ভাগ করা ও মানচিত্র বদলের পরিকল্পনায় ক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তান

সিন্ধুতে চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি

ইসলামাবাদ: পাকিস্তানের চারটি প্রধান প্রশাসনিক প্রদেশ— পাঞ্জাব, সিন্ধু, খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানের মানচিত্র নতুন করে সাজানো এবং প্রদেশগুলি ভেঙে ছোট প্রশাসনিক ইউনিট তৈরির প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সেদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সাথে যুক্ত বলে আলোচিত এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চলতি সপ্তাহে করাচিতে ঐতিহ্যবাহী আজরক স্কার্ফ ও টুপি পরে রাস্তায় নেমে তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছেন হাজার হাজার সিন্ধি মানুষ।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'পাকিস্তান টুডে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'জিয়ে সিন্ধ রাহবার কমিটি'-র ডাকে আয়োজিত এই বিশাল সমাবেশে জাতীয়তাবাদী নেতা, রাজনৈতিক কর্মী, আইনজীবী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান সীমানা পরিবর্তনের যেকোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। 'পাকিস্তান টুডে' জানিয়েছে, বক্তাদের দাবি অনুযায়ী সিন্ধুর ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিয়ে কোনো আপস করা হবে না এবং প্রদেশের প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক কাঠামো সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেই নিতে হবে। তাঁদের মতে, সিন্ধুর পরিচয় তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, একে নিছক প্রশাসনিক সুবিধার বিষয় হিসেবে দেখা চলবে না। নতুন প্রদেশ বা প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে গণভোট আয়োজনের ধারণারও তীব্র বিরোধিতা করেন তাঁরা। পাশাপাশি শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়, যা প্রদেশে বিভাজন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। জনগণের সম্মতি ছাড়া কোনো পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া হলে সাংবিধানিক, আইনি ও গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রদেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। মূলত দেশের চারটি প্রদেশ ভেঙে এক ডজন বা তারও বেশি নতুন প্রশাসনিক ইউনিট তৈরির এই পরিকল্পনা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাপ্রধানের স্বাক্ষরিত কোনো ব্লু-প্রিন্ট প্রকাশিত না হলেও পাকিস্তানের প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের নামেই এই প্রস্তাবটি আলোচিত হচ্ছে। শাসনব্যবস্থার উন্নতি, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং নাগরিকদের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার যুক্তিতে এই পরিকল্পনার কথা বলা হলেও বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা— এটি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আমূল বদলে যাবে।

গত ৮ অক্টোবর ব্রিটিশ সাময়িকী 'দ্য ইকোনমিস্ট'-এর এক সম্পাদকীয়তে এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষকে দুর্বল করা এবং সেনাপ্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সুসংহত করার প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর আগে গত ১৭ নভেম্বর করাচি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো-জারদারিও এই ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'জিও টিভি'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিলাওয়াল সতর্ক করে বলেন, জোর করে সিন্ধু প্রদেশ ভাগ করা হলে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়বে, শত্রুতা তৈরি হবে এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। এর ফলে ব্যাপক রক্তপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানান, পিপিপি জনগণের ইচ্ছা, সংবিধান ও আইন মেনে নতুন প্রদেশ গঠনের পক্ষে, কিন্তু বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তির মাধ্যমে বিভাজনের ঘোর বিরোধী। সংবিধানেই নতুন প্রদেশ গঠনের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণভোটের কথা বলার অর্থ হল অসাংবিধানিক পথ খোঁজা, যা অতীতে পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে যে সহিংসতা চলছে, তা সাম্প্রদায়িক নয়, রাজনৈতিক

ঢাকা: বাংলাদেশের সহিংসতায় সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়া উচিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে যা চলছে তা পুরোপুরি রাজনৈতিক। বক্তব্য বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের।

বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় গত ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর ঘটে যাওয়া সহিংসতাকে 'সাম্প্রদায়িক হামলা' হিসেবে মানতে নারাজ এই সংগঠন। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দীপঙ্কর ঘোষ সাফ বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনীতিতে এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চললেও, প্রকৃত পরিস্থিতি আলাদা। সংবাদমাধ্যমকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই হামলাগুলো ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। প্রসঙ্গত, সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে প্রত্যাবর্তন ঘিরে এই মুহূর্তে তুমুল রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে গোটা দেশে। বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তা রুখতে ব্যর্থ তারেক রহমান সরকার।

দাবি বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

নড়াইলের ঘটনার সূত্রপাত গত ১৮ নভেম্বর। কালিয়া উপজেলার বেন্দার চর স্লুইস গেটের কাছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় হামলায় কৃষক দলের নেতা শাহিন শেখ এবং জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) নেতা সোহেল মোল্লা নিহত হন। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ, আওয়ামি লিগের কর্মীরা এই হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী আন্দালিব রহমান পার্থ জানান, আওয়ামি লিগ কর্মীদের হামলায় ক্ষমতাসীন দলের দুই সমর্থক নিহত হওয়ার পরই এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলি আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ার আবহেই পার্থর এই মন্তব্য সামনে এল। শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তাকে সংবিধানবিরোধী ভাবে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, তাই এখন সরকারেরই দায়িত্ব দিল্লি থেকে বিমানের ব্যবস্থা করে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় তাঁর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। এদিকে, সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় দেশের বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে পরিচিত ঐক্য পরিষদ অতীতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সরকারের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করলেও এবার তারা সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব নাকচ করে দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হুগলি নদীর তীরে উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি। পাশেই রাস উৎসব উপলক্ষে বসেছে জমজমাট মেলা। বিকেল বা সন্ধের দিকে ঘুরে আসতে পারেন। হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ট্রেনে অথবা টানা গাড়িতে যাওয়া যায়



সুন্দর দেশ কম্বোডিয়া

কম্বোডিয়ার দুটি শহর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুন্দর একটি দেশ কম্বোডিয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ট্যুরিজমের দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে। দেশের দুটি প্রধান শহর নেমপেন এবং সিয়েম রিপে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। কম খরচে বেড়িয়ে আসুন। পূরণ হবে বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

অনেকেই বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বিপুল খরচের কথা চিন্তা করে পিছিয়ে যান। ফলে অপূর্ণ থেকে যায় সাধ। মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাই বছর বছর বেছে নেন দিঘা, পুরী, দার্জিলিং, বেনারস, আগ্রা, পণ্ডিচেরির মতো জায়গাগুলো। তাঁদের জানাই— বিদেশ ভ্রমণ এখন কিন্তু সাধ্যের মধ্যে। এমনকিছু দেশ আছে যেখানে বেশ কম খরচে বেড়িয়ে আসা যায়। তেমনই একটি দেশ কম্বোডিয়া। এক সময় ছিল ফ্রান্সের অধীনে। অল্পদিন আগেই স্বাধীন হয়েছে। বেশ সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ট্যুরিজমের দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে। এখানে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান।

কম্বোডিয়ার রাজধানী নেমপেন। অসাধারণ জায়গা। সুসজ্জিত, অত্যাধুনিক শহর। প্রধান আকর্ষণ রিভার সাইড। বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত এখানে হাজারো পর্যটক ভিড় জমান। সন্ধের পর নদীর তীর আলোকমালায় সেজে ওঠে। সেই কারণে সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যায়।

আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হবে রিভার ক্রুজে বেড়ালে। প্রতিদিন সন্ধের মুখে ক্রুজ বের হয় মেকং নদীতে। ক্রুজে ভাসতে ভাসতে সূর্যাস্ত দেখতে দারুণ লাগে। সঙ্গে টুকটাক খাওয়াদাওয়া। সিল্ক আইল্যান্ড নেমপেনের একটি অন্যতম আকর্শনীয় স্থান।

ঘুরে দেখা যায় ন্যাশনাল মিউজিয়াম। রিভার সাইড পার্ক থেকে খুব কাছেই। প্রবেশের জন্য টিকিট লাগে। পার্কের অদূরেই রয়েছে রয়্যল প্যালেস। কম্বোডিয়ার রাজা এখনও এখানে থাকেন, তাই সর্বোচ্চ সিকিউরিটির মাধ্যমে ঘুরে দেখতে হয়। তার জন্য কাটতে হয় টিকিট।

নমপেনের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হল ওয়াট ফনম। এটা একটা বৌদ্ধ মন্দির, যা সমতল থেকে কিছুটা উপরে অবস্থিত। অনেকেই ঘুরে দেখেন। এখানকার গোল্ডেন টেম্পলও দেখার মতো। নেমপেনের অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরের থেকে এটা অনেকটাই আলাদা।

নমপেন শহরের নাইট মার্কেট বিকেলে খোলে। রাত যত ঘন হয়, তত জমে ওঠে। এখানে প্রচুর খাবারের দোকান রয়েছে। পর্যটকেরা ভিড় জমান। সেন্ট্রাল মার্কেটও জমজমাট।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সালে, কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের যেখানে হত্যা করা হয়, সেই জায়গাটাকে বলা হয় কিলিং ফিল্ড। ইচ্ছে হলে ঘুরে আসা যায়।

কম্বোডিয়ায় অনেকগুলো মসজিদ আছে। পর্যটকদের মতে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ হল আল শেরকাল মসজিদ।

সিয়েম রিপ হল কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং সিয়েম রিপ প্রদেশের রাজধানী। নেমপেন থেকে বাস আর প্লেন, দুই ভাবেই যাওয়া যায়। বহু মানুষ সফর শুরু করেন সিয়েম রিপ থেকেই। পরে যান নেমপেন।

সিয়েম রিপ শহরের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম আংকর ওয়াট। এটা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় স্থাপনা। দ্বাদশ শতাব্দীতে খেমার রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। টিকিট কেটে যেতে হয়। পায়ে হেঁটে একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। তবে একদিনে ঘুরে দেখতে চাইলে টুকটুক ভাড়া করতে হয়। এর ড্রাইভারই গাইড হিসেবে কাজ করেন।

সিয়াম রিপের অন্যতম আকর্শন ফ্লোটিং ভিলেজ বা ভাসমান গ্রাম। বছরের অর্ধেক সময় এলাকা জলবন্দি থাকে। এই গ্রামগুলো ঘুরে দেখার জন্য ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে প্যাকেজ নেওয়াই ভাল। কারণ, নিজে নিজে দেখতে গেলে খরচ অনেক বেশি পড়ে।

রাতের বেলা অনেকেই যান সিয়াম রিপের পাব স্ট্রিটে। এখানে রয়েছে বিনোদনের রকমারি উপাদান। পাব স্ট্রিটের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে একটি খাল। এটা পার হলেই রয়েছে নাইট মার্কেট।

নমপেন এবং সিয়েম রিপের পাশাপাশি আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহর রয়েছে কম্বোডিয়ায়। আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।



রিভার ক্রুজ



আংকর ওয়াট



ওয়াট ফনম



ন্যাশনাল মিউজিয়াম



আল শেরকাল মসজিদ

■ কীভাবে যাবেন?

কম্বোডিয়া বেড়ানোর জন্য পাসপোর্ট লাগবে। যেতে পারেন ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে। কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কম্বোডিয়া যাওয়ার প্রধান ও দ্রুততম উপায় হল বিমান। কলকাতা থেকে সিয়েম রিপ-আংকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সরাসরি ফ্লাইট আছে। সেখান থেকে বাস বা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে নমপেনে যাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে ভিসা আবেদন ও ফি পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

■ কোথায় থাকবেন?

নেমপেন রিভার সাইড এলাকায় বেশকিছু হোটেল আছে। পাশাপাশি শহরের অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছে প্রচুর হোটেল। সিয়েম রিপেও থাকা যায়। এই শহরেও আছে বিভিন্ন বাজেটের হোটেল। কম্বোডিয়ায় বাংলা খাবার পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে। কারণ, বাংলা রেস্টুরেন্ট নেই বললেই চলে। তবে অনেক ভারতীয় ভোজনালয় আছে। সেখানে খাওয়াদাওয়া করা যায়। পরিশেষে জানিয়ে রাখি, কম্বোডিয়ান কারেন্সির নাম রিয়াল। ১ ডলার সমান ৪০৫০ রিয়াল। কিন্তু এখানে ডলার চলে। তাই ডলারকে রিয়ালে কর্নভাট করার প্রয়োজন পড়ে না। অনেক সময় ডলার দিলে চেঞ্জ হিসেবে রিয়াল দেয়। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



ম্যাক্সওয়েলকে বিশেষ পানীয় উপহার পন্টিংয়ের

মাঠে ময়দানে

26 November, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

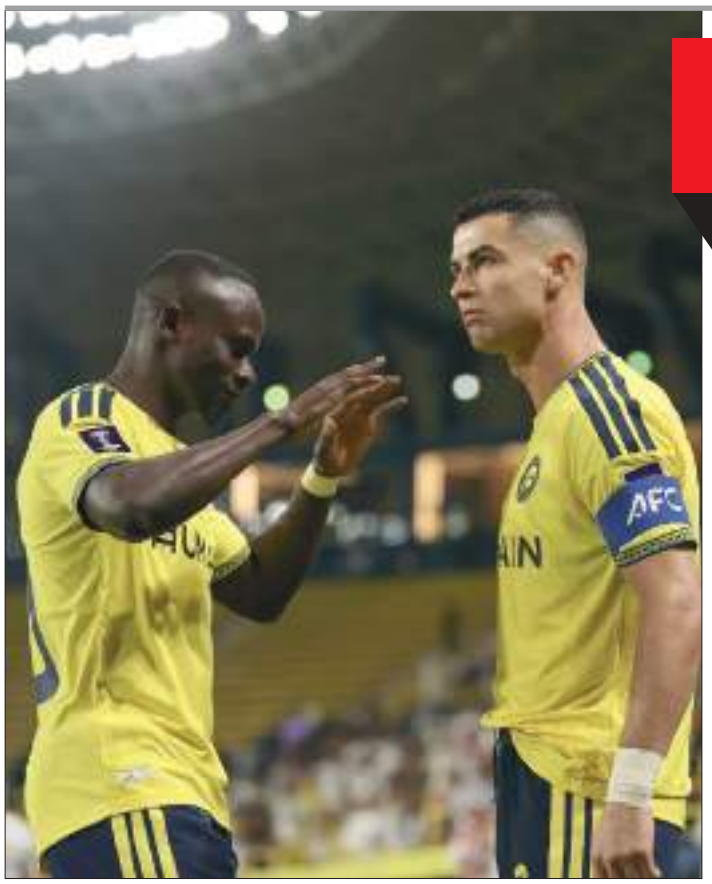

কেরিয়ারে ৯৮৭ গোল, আল নাসেরকে এগিয়ে দেওয়ার পর রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস।



টেস্টে দুরন্ত শতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েন মুল্ডার।



চেন্নাইয়ে আইটিসি হোটেলে ধোনির জার্সির নম্বরে ঘর। দেখাচ্ছেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন কুল।



রিয়ালের জার্সিতে ৩৫০ ম্যাচ খেলার পর বিশেষ জার্সি পেলেন গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া।



ছেলে থিয়াগোর ১৪তম জন্মদিনে পরিবারের সঙ্গে লিয়ো মেসি।



২৫ সেকেন্ড আগে খেলা শেষের বাঁশি, রেফারিকে ঘিরে প্রতিবাদ সিটির ফুটবলারদের।



চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় জয় রিয়ালের। তিন গোলদাতা এমবাপে-ভিনি-বেলিংহ্যামের উৎসব।

মাঠে ময়দানে
26 November, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেটের এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড



আইয়ানার আইডল জকো কোর্টে পাশে পেলেন বাবাকেও

প্রতিবেদন: কলকাতায় এলেন লিয়েন্ডার পেজ এবং তাঁর কন্যা আইয়ানা পেজ। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত আইটিএফ ডব্লিউ-১৫ টুর্নামেন্ট খেলতে বাবার সঙ্গে শহরে পা রেখেছেন আইয়ানা। মহানগরীতে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ডাবলসে তাঁর পার্টনার হলেন ভারতের আরজান খোরাকিওয়ালা। লিয়েন্ডার কন্যার সঙ্গে জুটি বাঁধতে পেরে তিনিও খুবই খুশি। কলকাতায় আসতে পেরে খুবই উচ্ছ্বসিত আইয়ানা। তিনি বলেন, এই শহরে খেলতে আসতে পেরে আমার খুবই ভাল লাগছে। আমি সিঙ্গেল এবং ডাবলস উভয় খেলতেই পছন্দ করি। ডাবলসেই জীবনের প্রথম ডব্লিউটিএ পয়েন্টটা পেয়েছিলাম। আরজানের সঙ্গে জুটি বেঁধে সাফল্য পাব আশা করছি। সেইসঙ্গে আইয়ানা আরও জানান যে, আমার জীবনের প্রথম পছন্দ হলেন আমার বাবা। তবে খেলায় উৎসাহ জোগালেও টেকনিকালি বাবার থেকে সেইভাবে সাহায্য নিই না। টেনিসে আমার আদর্শ হলেন নোভাক জকোভিচ। তাঁকে দেখে আমি ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ হই।

ক্লে-কোর্টে খেলতে পছন্দ করা আইয়না এই মুহূর্তে ব্রিটেনের নাগরিক। তাই কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের হয়ে তাঁর খেলার ইচ্ছে রয়েছে বলে জানান লিয়েন্ডার। তিনি বলেন, এখন পাসপোর্টের নিয়মে অনেক রকম বদল এসেছে। আগে একজনের দু-টি পাসপোর্ট থাকত। কোনও ভারতীয়র ওসিআই কার্ড থাকলেই ভারতের হয়ে খেলতে পারত। দেখা যাক পরে কী হয়। তবে আয়ানা খুবই দেশপ্রেমী। ওর জন্ম ভারতে। আমরা গত পাঁচ বছর ধরে আইয়ানাকে বিভিন্ন জায়গায় খেলতে পাঠাচ্ছি। যাতে ও খেলার আরও উন্নতি করতে পারে।



পেজদের তৃতীয় প্রজন্ম। লিয়েন্ডারের পাশে আইয়ানা।

ফের ড্র গুকেশের

জেনেভা, ২৫ নভেম্বর : বিশ্বসেরার খেতাব রক্ষায় নেমে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় গেম ড্র করলেন ডি গুকেশ। মঙ্গলবার প্রথম গেম ড্র করার পর বুধবার উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারোভের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গেমও ড্র করলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। সাদা ঘুঁটি নিয়ে শুরুতেই উজবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যান ভারতীয় গুকেশ। মাত্র ২০ চালেই ড্রয়ের পথ বেছে নেন গুকেশ ও সিন্দারোভ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কিছুটা অবাক এত আগে গুকেশের ড্রয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অনেকটাই তখন এগিয়ে ছিলেন ভারতীয় কিশোর। বৃহস্পতিবার তৃতীয় গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে শুরু করবেন সিন্দারোভ।

হেরেই চলেছে মহামেডান

প্রতিবেদন : আর্থিক সংকটে জেরবার মহামেডান আইএসএল থেকে অবনমনের পর ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগেও বিপর্যস্ত। টানা চার ম্যাচে হেরে আইএফএলেও সবার নিচে রয়েছে মহামেডান। বুধবার কিশোর ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে রাজস্থান ইউনাইটেডের কাছে ০-৪ গোলে হেরে গেল তারা। প্রথমার্ধে লড়াই করেছিলেন ফারদিন আলি মোল্লারা। বিরতির আগে রাজস্থানকে আটকে রেখেছিল মহামেডান। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সাদা-কালোর যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। ৬২ মিনিটে রাজস্থানের প্রথম গোল আদ্রিয়ানের। চার মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান ব্রিজেশ গিরি। ৭৫ মিনিটে ৩-০ করেন জুডা গার্সিয়া। সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে আরও একটি গোল হজম করে মহামেডান। ম্যাচ শেষে কোচ, ফুটবলারদের গ্যালারির বিক্ষুপ্তের মুখে পড়তে হয়।

কোচ লালকমল

প্রতিবেদন : খেলো ইন্ডিয়া গেমসে বাংলার পুরুষ দলের কোচ হলেন প্রাক্তন ফুটবলার লালকমল ভৌমিক। ক্লাব ফুটবলে সাফল্যের পুরস্কার পেলেন লালকমল। অন্যদিকে, অসমে অনুষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় সাব জুনিয়র মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের কোচ নির্বাচিত হলেন রিঙ্কু ঘোষ।

দানিতে স্বস্তি, ডার্বির টিকিটের দাম কমল

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে জর্ডনের আল হুসেইনকে জিকসন সিংয়ের শেষ মুহূর্তের গোলে হারিয়ে ২৯ নভেম্বরের ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এসিএলে নক আউটের আশা বাঁচিয়ে রেখে মোহনবাগান ম্যাচ খেলতে হওয়ায় স্বস্তিতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গল কোচের চিন্তা বাড়িয়েছিল স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি রামিরেজের চোট। কিন্তু বুধবার স্বস্তি ফিরেছে লাল-হলুদ শিবিরে।



চোট গুরুতর নয় রামিরেজের।

ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, ক্লান্তিজনিত সমস্যা হয়েছিল। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ফিট হয়ে যাবেন। ফলে ডার্বিতে মাঠে নামতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তাঁর। এএফসি ম্যাচের পরের দিন বুধবার অনুশীলনে ছুটি ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু ইস্টবেঙ্গলের ডার্বির প্রস্তুতি।

রবিবারের ডার্বি ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে। সমর্থক, ছাত্রছাত্রীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বড় ম্যাচের টিকিটের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবারের ডার্বির আয়োজক তারা। সর্বনিম্ন টিকিটের দাম করা হয়েছিল ৩০০ টাকা। এরপর বহু ছাত্রছাত্রী টিকিটের সর্বনিম্ন দাম কমানোর দাবি জানিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ই-মেল করেছিলেন। তাঁদের মাঠে বসে প্রিয় দলের খেলা দেখার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ। টিকিটের নতুন মূল্য ধার্য হয়েছে ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এবং ৫৫০ টাকা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপ থেকে ইতিমধ্যেই ডার্বির টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। অফলাইনেও টিকিট পাওয়া যাবে। যাঁরা ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত মূল্যে টিকিট কেটে ফেলেছেন, তাঁদের টিকিটের অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।

কোচের ক্লাসে জেমিরা রক্ষণ সংগঠনে জোর



রক্ষণে ভরসা আলবার্তো।

প্রতিবেদন : টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রবিবার আইএসএলের ডার্বিতে শীর্ষে থেকে নামলেও মোহনবাগানের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে না পারাই ভাবাচ্ছে কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিসকে। মাঝমাঠে সামির জেলকোভিচ ও দেজান দ্রাজিচ জুটির ব্যর্থতা রক্ষণের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। রক্ষণে মুহূর্তের অসতর্কতাও চিন্তার কারণ। ডার্বির আগে অনুশীলনে বাড়তি ওয়ার্কলোড না দিয়ে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বুঝতে চাইছেন কোচ পানোস।

বুধবার সকালে যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করে দেয় মোহনবাগান। কিন্তু মাঠে ট্রেনিংয়ে নামার আগে সাজঘরে ফুটবলারদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক সারেন কোচ পানোস। মেহতাব সিং, শুভাশিস বসু, আপুইয়া, জেমি ম্যাকলারেনদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বুঝতে চান বাগান কোচ। ভুল শুধরে কীভাবে আরও নিখুঁত ফুটবল খেলা যায়, তার দাওয়াই ফুটবলারদের দেন মোহনবাগানের গ্রিক কোচ।

বৈঠক শেষে মাঠে নেমে চলে ট্যাকটিক্যাল অনুশীলন। রক্ষণ সংগঠনে জোর দেন পানোস। পাশাপাশি সেট পিস থেকে গোল করা এবং গোল আটকানোর মহড়া চলে ম্যাকলারেন, লি এরউইন, আলবার্তো রডরিগেজদের।

চোট সারিয়ে ফিট মিগুয়েল ফিগুয়েরা ডার্বিতে খেলার জন্য প্রস্তুত। বুধবারও দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন ব্রাজিলীয় তারকা প্লে-মেকার। জেমি-মিগুয়েল জুটি বড় ম্যাচে বড় ভরসা মোহনবাগানের। দু'জনে একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, একসাথে অনুশীলনে আসছেন। মাঠেও দু'জনের জুটি জমলে ডার্বিত সমস্যা বাড়বে ইস্টবেঙ্গলের।

জিতলেই পরের ধাপ কাঁটা চাহার-ভাইয়েরা



প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম রাজস্থান। দুটো দলের কাছেই নক আউটে যাওয়ার সুযোগ। শর্ত হল ম্যাচ জিততে হবে। বাংলা যেমন আজ জিতলেই সুপার লিগে যাবে।

বরোদা ৬ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে নক আউট নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয় দল হিসাবে কারা পরের ধাপে উঠবে সেটা ঠিক হবে এই ম্যাচে। ৬ ম্যাচে বাংলার ১৬ পয়েন্ট, সমসংখ্যক ম্যাচে রাজস্থানেরও ১৬ পয়েন্ট। তবে নেট রানরেটে অভিমন্যু ইশ্বরণরা এগিয়ে আছেন। বাংলার রানরেট ২.২০৫। রাজস্থানের ১.২১১। সবার আগে রয়েছে বরোদা ২.২০৭ রানরেট নিয়ে।

মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টের যা নিয়ম তাতে প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুটি দল সুপার লিগের প্লে অফে পা রাখবে। প্লেট গ্রুপের প্রথম দুটি দল উঠে আসবে প্লেট ফাইনালে। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তারা এলিট গ্রুপে খেলবে। সুপার লিগে আটটি দলকে এ ও বি এই দুটি গ্রুপে ভাগ করা হচ্ছে। প্রতিটি দল তিন ম্যাচ খেলবে। দুটি গ্রুপের প্রথম দুটি দল সরাসরি ফাইনাল খেলবে।

বাংলা আগের ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে ৯৩ রানে হরিয়েছে। রানরেটে অভিমন্যুরা অনেকটা উঠে এসেছেন। কিন্তু আপাতত পরিস্থিতি এটাই যে বাংলাকে রাজস্থান ম্যাচ জিততেই হবে। তাহলে বরোদার সঙ্গে সরাসরি সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র জুটে যাবে। উত্তরপ্রদেশ ম্যাচে অভিষেক পোড়েল ৬৯ ও করণ লাল ৮২ নট আউট থেকে বাংলাকে ১৫ ওভারে ২০১-৩-এ পৌঁছে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ ১০৮-৭-এর বেশি পারেনি।

বাংলার আগের ম্যাচ হয়েছিল বান্দ্রা-কুরলা মাঠে। মাঠ ভেজা থাকায় ওভার কমে দাঁড়িয়েছিল ১৫-তে। ওয়াংখেড়েতে অবশ্য অল্প বৃষ্টিতেও পুরো ম্যাচ হতে পারবে। সকাল এগারোটায় এই ম্যাচ। ফলে সিমারদের জন্য শুরুতে সুবিধা থাকবে। রাজস্থান দলে দীপক চাহার, রাহুল চাহার, মানব সুতারের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন। ফলে শক্তির বিচারে তারা কিন্তু অভিমন্যুদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

বৈভব ভবিষ্যৎ বললেন সৌরভ



প্রতিবেদন : বৈভব সূর্যবংশী হল ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। শুধু ওর সঙ্গে কারও তুলনা টানলে হবে না। বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈভব মঙ্গলবার রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে ৫২ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে সাড়া ফেলে দিয়েছে। সৌরভ তাকে বিশাল সম্ভাবনা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ও ভাল প্লেয়ার। এই বয়সে বৈভব আইপিএলেও ভাল খেলেছে। ভারতীয় দলে যেটুকু খেলার সুযোগ পেয়েছে তাতেও ভাল করেছে। ও ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। কিন্তু কারও সঙ্গে ওর তুলনা টানতে যাবেন না। বৈভব বাঁহাতি । ১৫-১৬ বছর বয়স। ওকে খেলতে দিতে হবে।

জাগোবাংলা
মাঠে ময়দানে
26 November, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
২৬ নভেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার



আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাকিংয়ে তিন ধাপ উঠে দ্বিতীয় স্থানে বুমরা। সঙ্গে রবিনসন। শীর্ষে এখনও সেই মিচেল স্টার্ক

বেলিংহ্যামের জাদুতে পাঁচ গোলের উৎসব রিয়ালের

রিয়াল মাদ্রিদ ৫ পিএসভি ১

মাদ্রিদ, ২৫ নভেম্বর : প্রথমার্ধে যে দলটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, নিজেদের মাঠেই বুঝি বিপদে পড়েছে, সেই দলই বিরতির পর হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে পিছিয়ে পড়েও পিএসভি আইন্দহোভেনকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে সংগ্রহশালায় রাখার মতো অসামান্য একটি গোল করে সমর্থকদের মন জিতে নেন জুড বেলিংহ্যাম। জোড়া গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। বাকি দুই গোলদাতা ফেডেরিকো ভালভার্দে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা পঞ্চম জয় তুলে নিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। লিগ টেবলে ছুটতে থাকা পিএসজিকে তাড়া করছে হোসে মোরিনহোর রিয়াল। টানা পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠলেও বুধবার রাতেই পাঁচে পাঁচ করে শীর্ষে চলে যাওয়ার সুযোগ পিএসজির সামনে।

৩২ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে পিএসভিকে এগিয়ে দেন ইভান পেরিসিচ। বিরতির পরেই দৃশ্যপট বদলে যায়। একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন মোরিনহো। নামেন বেলিংহ্যাম। আর তাতেই বদলে গেল রিয়াল। ৫০ মিনিটে সমতা ফেরায় রিয়াল। আর্দা গুলেরের ব্যাক-হিল থেকে ভালভার্দের জোরাল শটে গোল। এর মিনিট দশেক পরেই বেলিংহ্যাম-ম্যাজিক। এমবাপের কাছ থেকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে পায়ের টোকায় উপরে তুলে নিলেন, তারপর ভলিতে জড়িয়ে দিলেন জালে। কিছুই করার ছিল না বিপক্ষ গোলকিপারের। এগিয়ে যায় রিয়াল।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচও মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। মোরিনহো বলেছেন, বেলিংহ্যাম ম্যাচের গতিপথ একাই বদলে দিয়েছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর মিডফিল্ডার। ৬৪ ও ৮৪ মিনিটে জোড়া গোল করে ৪-১ করেন এমবাপে। ৮৭ মিনিটে শেষ গোল ভিনির।



বিস্ময়-গোলের উচ্ছ্বাস বেলিংহ্যামের।

সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

সেঞ্চুরিয়ন, ২৫ নভেম্বর : উইয়ান মুল্ডারের অসাধারণ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ২১৯ রানে হারিয়েছে। বাংলাদেশের জেতার জন্য ৪০৩ রান দরকার ছিল। তারা ৪৯.৪ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ১৮৪ রানে। এই জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ জিতল ২-০-তে। মুল্ডার প্রথমে ১২টি চার ও দুটি ছক্কার সাহায্যে ১৭৮ বলে ১০০ রান করেন। পরে বল করতে নেমে ৩১ রানে ৭ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ করে দেন। এর ফলে এক টেস্টে সেঞ্চুরি ও হাফ ডজন উইকেট হয়ে গেল তাঁর। এর আগে এই রেকর্ড ছিল কাইল অ্যাবটের। ইমরান খানেরও সেঞ্চুরি ও ছয় উইকেট রয়েছে। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৯১ রান করেছিল। এই জয়ের ফলে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টে সবার আগেই থাকল দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিকে সিরিজ হেরে আরও পিছিয়ে পড়ল বাংলাদেশ।

কামিন্সের মন্তব্যে হতাশ খোয়াজা



সিডনি, ২৫ নভেম্বর : ২০১৮ সালের কেপ টাউন টেস্টের বল টেম্পারিং বা 'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্ককে কেন্দ্র করে ফের উত্তাপ ছড়িয়েছে। যা নিয়ে এই মুহূর্তে রীতিমতো তোলপাড় চলছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে। ফাটছে একের পর এক বোমা। এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যেইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন, তাতে বিস্মিত ও গভীরভাবে হতাশ খোয়াজা। কামিন্সের কাছ থেকে এমন ব্যক্তিগত আক্রমণ তিনি একেবারেই আশা করেননি। খোয়াজা জানান, তাঁর বইয়ে প্যাট কামিন্সের নাম দুই থেকে তিনবার এসেছে এবং প্রতিটি জায়গাতেই মানুষ ও নেতা হিসেবে কামিন্সের প্রশংসাই করা হয়েছে। কিন্তু কামিন্স যেভাবে তাঁকে 'স্যান্ডপেপারগেট' নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছেন সেটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত। প্যাটের এমন রূপ তিনি আগে কখনও দেখেননি। এই আচরণ তাঁকে হতাশ করলেও কামিন্সের প্রতি তাঁর কোনওরকম বিদ্বেষ নেই।

বিতর্ক জটিল হওয়ার আগেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেও দাবি করেছেন খোয়াজা। প্রাক্তন বা-হাতি অজি ওপেনার জানান, গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি প্যাট কামিন্সকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, যাতে নতুন করে কোনও দূরত্ব বা দেয়াল তৈরি না হয় এবং সবাইকে নিয়ে একটি সমঝোতার পথ বের করা যায়। কিন্তু কামিন্স তাতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি। উল্লেখ্য, উসমান খোয়াজা তাঁর আত্মজীবনী 'সবর'-এ দাবি করেন যে বল টেম্পারিংয়ের ঘটনা তৎকালীন দলে থাকা সকলেই জানতেন। এরপর থেকেই শুরু হয় বিতর্কের।

রোনাল্ডো ৯৮৭



রিয়াদ, ২৫ নভেম্বর : হাজার গোলের মাইলফলকের আরও একধাপ কাছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আল-সাদের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে আল-নাসের। সেখানে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। যার ফলে পেশাদার কেরিয়ারে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৯৮৭টি। বহু প্রতীক্ষিত ১,০০০ গোলের মাইলফলক থেকে তিনি এখন মাত্র ১৩ গোল দূরে রয়েছেন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে সিআর সেভেনের দল আল-নাসর। খেলার ১৩ মিনিটের প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করে দলকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন পর্তুগালের প্রাক্তন অধিনায়ক। তারপরই মেতে ওঠেন তাঁর সেই চেনা সেলিব্রেশনে। সেইসঙ্গে গত ম্যাচে আল-আহলির বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করার হতাশা কাটিয়ে ওঠেন রোনাল্ডো। মাঝে আল-সাদ সমতা ফেরালেও, দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে আল নাসেরকে জয় এনে দেন জোয়াও ফেলিক্স।

এই গোলের মধ্য দিয়ে এশিয়ান ফুটবলেও নতুন এক কীর্তি গড়েছেন সিআর সেভেন। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিটে তাঁর মোট গোলসংখ্যা এখন ১৬টি, যা আল-নাসরের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড আবদেররাজাক হামদাল্লাহর সমান। আর একটি গোল করলেই তাঁকে টপকে যাবেন রোনাল্ডো। ২০২৩ সালে আল-নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৬২ ম্যাচে ১৩৯টি গোল করেছেন ৪০ বছর পার করা এই ফরোয়ার্ড।

ড্রয়ে হতাশ হালান্ড, ১-১ আর্সেনালেরও

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইংল্যান্ডের দুই ক্লাবের রাতটা মোটেই সুখের হল না। নাপোলির বিরুদ্ধে দু'বার পিছিয়ে পড়েও ২-২ ড্র করে সন্তুষ্ট থাকতে হল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। একই দিনে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে আর্সেনাল। প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচে জয়হীন ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ফের পয়েন্ট নষ্ট করল। ড্র করে হতাশ আর্লিং হালান্ড। দলের ছন্দে না থাকা যে ফুটবলারদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করছে, তা মেনে নিয়ে হালান্ড বলেছেন, যখন আপনি জিততে পারেন না, তখন সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ৮৬ মিনিটে রায়ান চেরকির গোলে কোনওমতে হার বাঁচিয়ে এক পয়েন্ট পেলেও এনজো মারেসকার সিটিকে চেনা ছন্দে দেখা যায়নি। আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সতীর্থদের উজ্জীবিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন হালান্ড। আর্সেনালও পয়েন্ট নষ্ট করেছে। গাইকোরেসের গোলে এগিয়ে থেকেও ডর্টমুন্ডের কাছে আটকে গিয়েছে তারা।

নিলামে নজর আর্যবীরের দিকে



মুম্বই, ২৬ নভেম্বর : আইপিএলের মিনি নিলাম আগামী ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায়। বুধবার ভারতীয় বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মোট ১২২০ জন ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে নিলামের জন্য। তার মধ্যে রয়েছেন অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীরও। তবে সরে দাঁড়িয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অন্বয়।

ইশান্ত শর্মা, নীতীশ রানা, নবদীপ সাইনির মতো ভারতীয় ক্রিকেটাররা থাকবেন 'আনক্যাপড' বিভাগে। নিলামের জন্য বাংলাদেশের ১২ জন ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত হলেও নেই মুস্তাফিজুর রহমান। ২০২৩-এর পর আইপিএলে না খেলা ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকস চলতি বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও নিলামে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

১২২০ জনের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটারের সংখ্যা ৯৩৯ এবং বিদেশি খেলোয়াড় রয়েছেন ২৮১ জন। ইতিমধ্যে ১৮৪ জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। দশটি দল মিলিয়ে মোট জায়গা রয়েছে ৬৬টি। 'ক্যাপড' ক্রিকেটারের সংখ্যা ১৮৪ এবং 'আনক্যাপড ৯৯৪। ভারতের পর নথিভুক্ত সবচেয়ে বেশি ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার (৫৩) ও দক্ষিণ আফ্রিকার (৪০)। আর্যবীর ছাড়াও ভারতকে যুব এশিয়া কাপ জেতানো মোহিত উলভাও থাকছেন নিলামে। দু'জনের বেস প্রাইস ৩০ লক্ষ টাকা। ৪ ডিসেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে বোর্ড।

জাপান-বধ, মালয়েশিয়ার সামনে ভারত

ভোপাল, ২৫ নভেম্বর : চলতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় মহিলা হকি দলের জয়ের ধারা যেন অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোর ছুটে চলেছে। সেমিফাইনালের টিকিটটা আগেই চুড়ান্ত করে ফেলেছিলেন সালিমা তেতেরা। যার ফলে বুধবার শক্তিশালী জাপানের বিপক্ষে ম্যাচটা ছিল একপ্রকার নিয়মরক্ষারই। কিন্তু সেই ম্যাচেও চেনা মেজাজেই পাওয়া গেল এশিয়ান গেমসের সোনা জয়ীদের। প্রতিপক্ষকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিলেন দীপিকা, লরেমসিয়ামিরা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ভারতের মেয়েদের। গোলগুলি করেন লালরেমসিয়ামি (১২ মিনিট), দীপিকা (১৬,৪৮ মিনিট) এবং নেহা (২৮ মিনিট)। শুক্রবার সেমিফাইনালের লড়াইতে তাদের প্রতিপক্ষ হল মালয়েশিয়া। অপরাজিত থেকেই শেষ চারে প্রবেশ করেছে সিওয়ের্ড মারিজনের দল। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পুরুষদের মতো মহিলাদেরও সোনা জয়ের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছে।



গোটা ভারত ওর সঙ্গে আছে। দ্বিতীয় টেস্টের আগে সিরাজের পাশে এভাবেই দাঁড়ালেন আজহারউদ্দিন

ছুটিতেও গুরনুরের ভাবনা ভারতীয় দলে

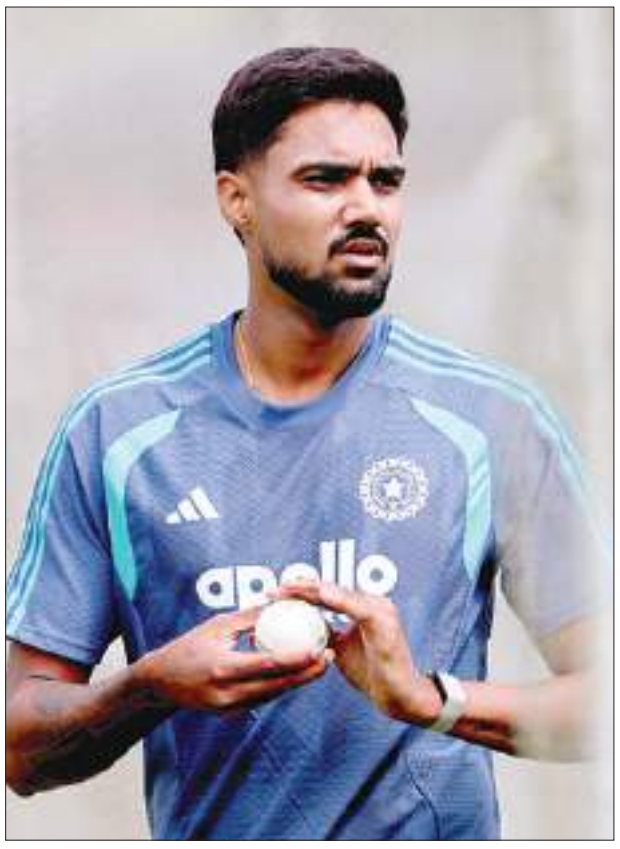

কাল শুরু ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট। আলোচনায় উঠে এলেন গুরনুর।

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ নভেম্বর : বুধবার ভারতীয় দলকে ছুটি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। সবাই কাছাকাছি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতীয় খাবারের খোঁজে। মাথার উপর ঝকঝকে আকাশ। ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রা। ছুটি কাটানোর সবরকম উপকরণ মজুত। শুভমনেরা মাথা থেকে ওয়েলিংটনের ড্র আপাতত ঝেড়ে ফেলেছেন।

ক্রাইস্টচার্চে ওয়েলিংটনের মতো পাগল হাওয়া নেই। বরং এখানকার মৃদুমন্দ বাতাস বেশ উপভোগ্য। কিন্তু এই সবকিছু ভালোতে মনে গেলে হবে না। সামনে নাকি বৃষ্টিও অপেক্ষা করছে। এখানকার আবহাওয়া এই ভাল তো এই খারাপ! আকাশের রং বদলাতে সময় লাগে না। স্থানীয়রা অতিথিদের বলেন যেখানেই যাও বাপু, সঙ্গে ছাতা রেখো! বৃষ্টি মুশকিলে ফেলতে পারে। মোবাইলে হাওয়া অফিসের অ্যাপটা মজুত রেখো।

ভারতীয় দলের কাছে এই শহর আর হ্যাগলি ওভাল পরিচিত। এ দলের হয়ে অনেকেই এখানে খেলেছেন। জসপ্রীত বুমরা, যশস্বী জয়সোয়াল এখানে ‘এ’ ম্যাচ খেলেছেন। শুধু ওরা কেন, এই দলের ১৩জন সদস্য এই মাঠে গেমটাইম পেয়েছেন। ধ্রুব জুরেল, যশস্বীরা এখানে শুধু দুটো ‘এ’ ম্যাচ খেলেননি, সেঞ্চুরিও করেছেন। দ্বিতীয় টেস্টে এইসব পরিসংখ্যান ভারতীয় দলকে স্বস্তি দিচ্ছে। টেস্ট শুরু হবে শুক্রবার থেকে।

কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য একগুচ্ছ চাপ রয়েছে এই টেস্টে। আর এই চাপ এগারোজন বেছে নেওয়া নিয়ে। প্রবল চাপ মাথার উপর মহম্মদ সিরাজের জন্য। প্রথম টেস্টে তাঁকে বাইরে রাখা নিয়ে যে পেরেছে সেই টিম ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিয়েছে। কিন্তু গম্ভীররা একটা যুক্তি থেকে সিরাজকে বাইরে রেখেছিলেন। আর যাদের খেলালেন তারা প্রত্যেকে পারফর্ম করেছে। এবার গতির খোঁজে গুরনুর ব্রারকে ক্রাইস্টচার্চে খেলানোর কথা হচ্ছে। তিনি একটানা গতিতে বল করতে পারেন। গুরনুর খেললে সিরাজের প্রত্যাবর্তন কঠিন হবে।

প্রশ্ন রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়েও। কুলদীপকে ‘যাও তুমি মুস্তাকে খেলো’ বলে দেওয়ার পর তিনিই এখন দলে একমাত্র জেনুইন স্পিনার! তাঁকে ওয়েলিংটনে না খেলানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল প্রাক্তনদের কেউ কেউ। ওরা বলেছেন টেস্ট ম্যাচে জেনুইন স্পিনার ছাড়া চলে না। ওয়াশিংটন সুন্দর সেটা নয়। আর তিনি বল হাতে কিছুই করতে পারেননি। সবমিলিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টকে এখন গুরনুর আর জাদেজাকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

এবার গতির খোঁজে গুরনুর ব্রারকে ক্রাইস্টচার্চে খেলানোর কথা হচ্ছে। তিনি একটানা গতিতে বল করতে পারেন। গুরনুর খেললে সিরাজের প্রত্যাবর্তন কঠিন হবে।

এই আবহে ক্রাইস্টচার্চের উইকেট নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে নেমে যা চাক্ষুষ করতে পারবে ভারতীয় দল। তবে উইকেট যদি ওয়েলিংটন ২ হয়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রথম টেস্ট হাতছাড়া করার পর এখানে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই শুভমনদের। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের পথ এখন আরও কঠিন। আর একটা ড্র কোনও কাজের কথা নয়।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

উইকেট নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ হেনরি



ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ অক্টোবর : ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ায় সিরিজের ফয়সালা হবে হ্যাগলি ওভালে। আর এই ম্যাচের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টও। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে নিজের ঘরের মাঠে নেমে সেরাটা দেওয়ারই প্রস্তুতি নিচ্ছেন ম্যাট হেনরি। নিউজিল্যান্ডের এই পেসার মনে করেন দ্বিতীয় টেস্টের উইকেট সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হবে, আর সেটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। হেনরি বলেন, পিচ কেমন হবে তা নিয়ে আগে থেকে অনুমান করার চেয়ে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা এবং খেলা শুরু হওয়ার পর মানিয়ে নেওয়াই হল আসল বিষয়। পিচে বাউন্স থাকলে যেমন বোলারদের সুবিধা হয়, আবার দ্রুত রান তোলার সুযোগ থাকলে ব্যাটসম্যানদের জন্য ভাল। আশা রাখছি, হ্যাগলি ওভালে ব্যাটিং-বান্ধব পিচ হবে। নিজের ঘরের মাঠে এবং পরিচিত মানুষের সামনে খেলতে পারাটা সবসময়ই একটা বিশেষ অনুভূতির। এই মাঠ ও পরিবেশ আমার খুব চেনা, যা সর্বদা বাড়তি স্বস্তি দেয়। শাপাশি, নিজের ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান ও ম্যাচের ফলাফল নিয়ে ভাবনার চেয়ে মাঠে কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়ে বদ্ধপরিকর হেনরি। তিনি জানান, নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যর চেয়ে দলকে জেতানো এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘোরানোই হল আমার মূল টার্গেট। ফলাফল নিয়ে চিন্তা না করে মাঠে কীভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা যায়, সেদিকেই আমরা সবাই মনোযোগ দিচ্ছি। আগামী শুক্রবার থেকে ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

শ্রীলঙ্কা ম্যাচে বোলিংই ভাবাচ্ছে

রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্ট



দোহা, ২৫ নভেম্বর : বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাট হাতে তোলা মরুঝড়ে সংযুক্ত আমিরশাহিকে হেলায় উড়িয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় ‘এ’। আজ রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের শেষ চারের লড়াইতে তিলক বার্মা, রিঙ্কু সিংদের প্রতিপক্ষ হল শ্রীলঙ্কা। যারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই নক-আউটে পা রেখেছে। পাশাপাশি, পাকিস্তানের কাছে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হারলেও সেমি ফাইনালের ছাড়পত্র পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ভারতের। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের প্রধান মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বোলারদের পারফরম্যান্স। পাকিস্তানের বিপক্ষে টিম ইন্ডিয়ার বোলাদের প্রদর্শণ খুবই খারাপ ছিল বললেই চলে। গত ম্যাচে দুর্বল প্রতিপক্ষ আমিরশাহির বিরুদ্ধেও খুব একটা ভাল পারফর্ম করতে পারেননি হর্ষিত রানা, প্রিন্স যাদবরা। তাই শ্রীলঙ্কার মতো শক্তিশালী দলের ব্যাটারদের সামনে তাঁদের জন্য বলতে গেলে একপ্রকার কঠিন চ্যালেঞ্জই অপেক্ষা করছে। যে বেশ চিন্তায় রেখেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

তবে আতঙ্কর নাম যদি বোলিং হয়, তাহলে আশার আলো বৈভব, অভিষেক, তিলকদের ছন্দে থাকা। যা এক ধাক্কায় প্রতিপক্ষের থেকে ম্যাচ কেড়ে নিতে পারে। তাই প্রথমে ব্যাট করে লঙ্কানদের ওপর রানের পাহাড় চাপিয়ে দেওয়াই হল ভারতের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। যাতে পরে বোলাদের কাজটা সহজ হয়ে যায়।

যুবরাজের ৩০ মিনিটের পরামর্শে তাণ্ডব বৈভবের

দোহা, ২৫ নভেম্বর : আদর্শ যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে ৩০ মিনিটের কথোপকথন। তার পরেই ব্যাটিং নিয়ে যাবতীয় সংশয় দূর করে ৫৩ বলে ২০৪ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস উপহার দেয় বৈভব সূর্যবংশী।

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের আগে বৈভব সেভাবে রান পাচ্ছিল না। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতেও দ্রুত আউট হয়ে যাচ্ছিল সে। ভারত ‘এ’ দলের হয়ে এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচেও রান পায়নি। রানখরা কাটাতে বৈভব চারজনের শরণাপন্ন হয়েছিল। তার বাবা, ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সতীর্থ প্রথম জানচক এবং আদর্শ যুবরাজ সিংয়ের। ভারতীয় বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৈভব বলেছে, আমি যুবরাজ স্যারের সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলেছিলাম। ব্যাটিং নিয়ে নানা পরামর্শ আমাকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। কারণ, ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ কয়েকটি ম্যাচে আমি রান পাচ্ছিলাম না। যুবরাজ স্যারের সঙ্গে আমি খোলামেলা আলোচনা করেছি। সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। তিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এখানেই না থেমে বৈভবের সংযোজন, স্যার আমাকে বলেছিলেন, আমি যদি বেসবল খেলতাম তাহলে আমার স্কোর অন্যরকম হত। ছোটখাটো টেকনিক্যাল বিষয়ও শুধরে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনেছিলাম। পরে নিজের



বৈভবের এমনই রুদ্রমূর্তির অপেক্ষায় ক্রিকেট দুনিয়া।

ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখার সময়ে ভুলগুলি সহজেই চিহ্নিত করেছিলাম। ভুল শুধরে আমি এই ইনিংস খেলতে পেরেছি।

আমিরশাহির বিরুদ্ধে খুব বেশি পরিকল্পনা করে খেলতে নামেনি বৈভব। তাঁর কথায়, আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল, পিচের চরিত্র বোঝা। দু’তিনটে বল খেলার পর বুঝতে পারি, বল সহজেই ব্যাটে আসছে। এরপর স্বাভাবিক খেলাটা খেলি।